সদস্য ব্যাজ
MEMBERSHIP BADGE

বাংলাদেশ স্কাউটস
BANGLADESH SCOUTS

সদস্য ব্যাজ
(স্কাউট প্রোগ্রাম)

MEMBERSHIP BADGE
(Scout Programme)

বাংলাদেশ স্কাউটস
BANGLADESH SCOUTS

সদস্য ব্যাজ

স্বত্ব	ঃ	**বাংলাদেশ স্কাউটস**
গ্রন্থনায়	ঃ	**সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ বই টাস্কফোর্স**
সম্পাদনা	ঃ	**প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস**
প্রকাশনা	ঃ	**ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ**
প্রকাশকাল	ঃ	**ফেব্রুয়ারি ২০১৩**
দ্বিতীয় প্রকাশকাল	ঃ	**ফেব্রুয়ারি ২০১৬**

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন ঃ **মতুরাম চৌধুরী**
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

মূল্য ঃ ২০ (বিশ) টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস ঃ **ISBN 984-32-1624-X**

মুদ্রণ ঃ মাহির প্রিন্টার্স, ২২৪/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ ।

পটভূমি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৫৭-১৯৪১) স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্বে প্রকাশিত বইসমূহের সহায়তায় বয়সভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার জন্য পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এই বই সমূহে স্কাউটিং কার্যক্রমে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রচারণামূলক দিকনির্দেশনাসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণীয় এবং করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে স্কাউটিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য এখনও লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা আকর্ষণীয় বইগুলোর কোনো বিকল্প নেই।

স্কাউট আন্দোলন শুরুর আগে ও পরে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য যে সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপ ঃ-

এইডস টু স্কাউটিং	-১৮৯৯	এ বই পড়েই অনেকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে
স্কাউটিং ফর বয়েজ	-১৯০৮	স্কাউট শাখার জন্য
উলফ কাব হ্যান্ডবুক	-১৯১৬	কাব শাখার জন্য
এইডস টু স্কাউট মাস্টারশীপ	-১৯২০	অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য
রোভারিং টু সাকসেস	-১৯২২	রোভার স্কাউট শাখার জন্য

দীর্ঘদিন ধরে স্কাউটদের জন্য এ বইগুলো প্রচলিত থাকলেও বিবর্তন এবং যুগ ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিংয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেসব নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বইপত্রও রচিত হয়েছে এবং এখনও তার অনুসরণ চলছে।

বৃটিশ শাসনামলে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্কাউটিং কার্যক্রমে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহার করা হতো। এই স্তরভিত্তিক বইগুলো হচ্ছে-টেন্ডার ফুট, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। এই স্তরভিত্তিক বইসমূহে বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের করণীয় উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিটি ব্যাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পৃথক পৃথক বই রচনা করা হয়।

বৃটিশ শাসনামলের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সুচনা থেকে এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। সেই সময়ের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ আমলে ইংরেজিতে প্রকাশিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহৃত হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্কাউটিংয়ের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় টেন্ডার ফুট বইটিকে কচি কদম, সেকেন্ড ক্লাস বইটিকে দ্বিতীয় কদম এবং ফাস্ট ক্লাস বইটিকে দৃপ্ত কদম নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদের ধারাবাহিকতায় স্কাউটার মরহুম এম ওয়াজেদ আলী ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা 'স্কাউটিং ফর

বয়েজ' বইটি বালকদের স্কাউট শিক্ষা নামে ১৯৫৭ সালে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে বই অনুবাদ কার্যক্রম একটি চলমান কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। অনুবাদের চলমান কর্মসুচির অংশ হিসেবে তরিকুল আলম ও জহুরুল আলম ১৯৫৯ সালে কাব স্কাউট হ্যান্ডবুক বইটিকে কাব স্কাউট শিক্ষা নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলিকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর মুহূর্ত থেকে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সংগঠিত হতে থাকে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন পুনর্গঠিত হলে স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুনভাবে শুরু করা রোভারিং কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৩ সালে স্কাউটার আ স মু মাকসুদুর রহমান রোভার পরিকল্পনা নামে বইটির পান্ডুলিপি রচনা করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের নীতি, পদ্ধতি ও পরিচালনার জন্য পি.ও.আর (নীতি, সংগঠন ও নিয়ম) নামের বইটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে কয়েক বছর ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" নামে প্রথমবারের মতো গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে "গঠন ও নিয়ম" নামে নতুন ভাবে নীতি পদ্ধতির বইটি প্রকাশ করা হয়। স্বাধীন দেশে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত স্তরভিত্তিক বইসমূহের তথ্য এবং বাস্তব চাহিদা নিরূপন করে ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নূরুলিসলাম শামসের উদ্যোগে নতুন স্কাউট প্রোগ্রাম নির্ধারন করে ঐ প্রোগ্রামের আলোকে বয় স্কাউট শাখার বই লেখা হয়। প্রোগ্রাম অনুসারে বইগুলির পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেন তৎকালীন রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎসময়ে রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম ও তৎকালীন রোভার স্কাউট মোজাহারুল হক মঞ্জু। এসব পান্ডুলিপির ভিত্তিতে নিম্নের শাখাভিত্তিক বইসমূহ প্রকাশিত হয়।

সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড	১৯৭৯
প্রোগ্রেস	১৯৮০
সার্ভিস	১৯৮১

এই স্তর ভিত্তিক বইসমূহে স্কাউটদের জন্য পালনীয় পারদর্শিতা ব্যাজের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে স্কাউটেরা স্ব স্ব স্তরের প্রোগ্রাম অনুসরণ করে ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে বয় স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহকে একত্রিত করে বয় স্কাউট নামে এটি অখন্ড বই প্রকাশ করা হয়। এই অখন্ড বইটির মধ্য দিয়ে স্কাউটদের নিকট ক্রমোন্নতিশীল স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসরণ অধিকতর সহজ করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে স্কাউট শাখার প্রোগ্রামে আবার পরিবর্তন আনা হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজের কর্মসূচিকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রামকে আরও বেশী কার্যকরী করার জন্য স্তরভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক সময়ের অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বই সমূহ প্রকাশে সক্রিয়

ভূমিকা রাখেন, তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সদস্য ব্যাজ	আরিফ বিল্লাহ আল মামুন	১৯৯৭
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান	১৯৯৫
প্রোগ্রেস	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১৯৯৬
সার্ভিস ব্যাজ	মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া	১৯৯৬

স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিক থেকে কাব ও রোভার স্কাউটসের প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহের পান্ডুলিপি প্রনেতা ও প্রকাশ সময় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সদস্য ব্যাজ	মোঃ আব্দুল ওয়াহাব	১৯৯৫
তারা ব্যাজ	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৯৯৬
চাঁদ ব্যাজ	রওশন আরা বিউটি	১৯৯৭
চাঁদতারা ব্যাজ	মোছাম্মৎ জোহরা আক্তার	১৯৯৭
রোভার সহচর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯৭
সদস্য স্তর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯২
প্রশিক্ষণ স্তর	মোঃ আরিফুজ্জামান	১৯৯৫
সেবা স্তর	আদিল হায়দার সেলিম	১৯৯৬

এছাড়া রোভার স্কাউটদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত রোভারিং টু সাকসেস বইটি প্রবীণ লিডার ট্রেনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মাহাবুবুল আলম বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট আন্দোলনের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক চলমান প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চাহিদা অনুভূত হওয়ায় স্কাউট ও রোভার শাখায় ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে আরও বেশী আধুনিকীকরণ করার জন্য ২০০০ সালে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীকের নেতৃত্বে পূনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য জুবায়ের ইউসুফের তত্ত্বাবধানে স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স এবং মোঃ আরিফুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স নামে দুটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টির মাধ্যমে উভয় শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করার জন্য যাত্রা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎসময়ের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও কাজী নাজমুল হক নাজু প্রোগ্রাম নবায়নে টাস্কফোর্সে দু'টিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়ায় রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট মোঃ জামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই টাস্কফোর্স দু'টি প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা পর্যালোচনাসহ জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচলিত প্রোগ্রামে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন,পরিবর্তন ও পরিমার্জনের

উদ্যোগ গ্রহণ করে স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে পূর্ণতা দেয়া হয়। এই কাঠামোগত পূর্ণতা তৈরির পর উভয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও ব্যাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কাব স্কাউট ও স্কাউট শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বই সমূহকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে প্রস্তুতকৃত বইসমূহ প্রকাশনায় তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহঃ ফজলুর রহমান সার্বিক সহায়তা দান করেন এবং বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বইগুলি সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

২০০৪ সালে প্রচলিত বইসমূহ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশের কিছুদিন পরেই ২০০৩ সালে প্রণয়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রামের কাঠামো দু'টিকে পুনরায় যাচাই বাছাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই যাচাই বাছাইয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফোরাম এবং জাতীয় ওয়ার্কশপসহ আয়োজিত আলোচনাসমূহ বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন তৎসময়ের প্রোগ্রাম বিভাগে দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় উপ কমিশনার সরোয়ার মোঃ শাহরিয়ার, মোঃ মাহমুদুল হক এবং মোঃ মনিরুল ইসলাম খান। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা সমূহ সমন্বিত করে ২০০৯ সালে স্কাউট ও রোভার শাখার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউট ও রোভার শাখায় প্রোগ্রাম বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে জুবায়ের ইউসুফ ও মোঃ আরিফুজ্জামানকে পৃথকভাবে পুনরায় আহবায়কের দায়িত্ব দিয়ে প্রোগ্রাম বই প্রকাশের জন্য দু'টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক ও স্কাউটার খন্দকার সাদিদ সাঈদ। টাস্কফোর্সের একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ও জাতীয় সদর দফতর এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রায় ২৫ বছরের ব্যবহৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে শুরু ২০০৯ সাল পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটির তৎকালীন সভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই গৃহীত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া এর উপস্থাপনায় ০৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় কাউন্সিলের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনে উভয় শাখার প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এই বইগুলোর পান্ডুলিপি তৈরির জন্য আলাদা আলাদা টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। স্কাউট সদস্য ব্যাজ ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ বই প্রকাশনার জন্য বই পান্ডুলিপি প্রণয়ণ করেন স্কাউটার শহীদুল ইসলাম (রিপন), রোভার স্কাউট মোঃ আওলাদ হোসেন (মারুফ), রোভার স্কাউট মোঃ ইরেশ রহমান ও রোভার স্কাউট এইচ এম সাইফুল ইসলাম। নবায়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম জাতীয় কাউন্সিলে অনুমোদনসহ প্রণয়নকৃত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত এই বই প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধিকে আরও বেশী জোরদার করেছেন।

সূচিপত্র

	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১.	স্কাউট আদর্শ	১০
০২.	স্কাউট প্রতিজ্ঞা	১২
০৩.	স্কাউট আইন	১৫
০৪.	স্কাউট মটো ও শ্লোগান	১৭
০৫.	স্কাউট চিহ্ন	১৮
০৬.	স্কাউট সালাম	১৯
০৭.	স্কাউট করমর্দন	২০
০৮.	স্কাউট পোশাক	২১
০৯.	স্কাউট ব্যাজ	২৭
১০.	জাতীয় পতাকা	৩১
১১.	জাতীয় সঙ্গীত	৩২
১২.	প্রার্থনা সঙ্গীত	৩৩
১৩.	ধর্মপালন	৩৪
১৪.	ইসলাম ধর্ম	৩৪
১৫.	হিন্দু ধর্ম	৩৭
১৬.	খ্রিষ্ট ধর্ম	৩৯
১৭.	বৌদ্ধ ধর্ম	৪৩
১৮.	দড়ির কাজ	৪৫
১৯.	উপদলীয় কার্যাবলী	৫২
২০.	সংকেত	৫৩
২১.	জীবন শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা (বাড়ীর কাজ)	৫৫
২২.	তথ্যানুসন্ধান	৫৬
২৩.	প্রাথমিক প্রতিবিধান	৫৭
২৪.	স্বদেশ সংস্কৃতি ও পরিবেশ	৬১
২৫.	ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস	৬১
২৬.	মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর কমান্ডার	৬৬
২৭.	প্রযুক্তি শেখা	৬৭
২৮.	ট্রুপমিটিং	৬৮
২৯.	দীক্ষা গ্রহণ	৭১

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

- ❖ আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- ❖ সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- ❖ স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ।

(আল্লাহ্ শব্দের পরিবর্তে নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)

সদস্য ব্যাজ

স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (ROBERT STEPHENSON SMYTH LORD BADEN POWELL OF GILWELL) সংক্ষেপে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল বা বি.পি স্কাউটদের জন্য মজার মজার নানা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ যখনই স্কাউটিং এর কোন দক্ষতা ও জ্ঞান তুমি অর্জন করলে তখনই তোমাকে সুন্দর সুন্দর সব ব্যাজ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। সারা দুনিয়ার স্কাউটদের এই ব্যাজ পদ্ধতি হচ্ছে তাঁর কাজের স্বীকৃতি। এই পদ্ধতিতে সবার আগে প্রয়োজন স্কাউট আন্দোলনের সদস্য হওয়া। আর সদস্য হতে হলে অর্জন করতে হয় 'সদস্য ব্যাজ'। স্কাউট লিডারের তত্ত্বাবধানে এবং উপদল নেতার সহায়তায় সদস্য ব্যাজের কর্মসূচি শেষ করলে তুমি সদস্য ব্যাজ অর্জন করতে পারবে।

সদস্য ব্যাজ পেতে হলে কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হয়। প্রতিজ্ঞা, আইন, মূলমন্ত্র, শ্লোগান, চিহ্ন, সালাম এগুলোই স্কাউটিং-এর সাধারণ বিষয়। এগুলোর পাশাপাশি গেরো, স্কাউট কাজকর্ম, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কেও তোমাকে জানতে হবে। মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়লে এবং সে অনুসারে উপদল নেতার তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিলে খুব সহজেই এসব বিষয় জানতে ও শিখতে পারবে। এসব শেখার জন্য দলীয় কার্যক্রমে অর্থাৎ নিয়মিত ট্রুপ মিটিং-এ তোমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। নূন্যতম তিনমাস সময়ের মধ্যে তুমি বিষয়গুলি শিখে স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তবে যে সমস্ত কাব স্কাউট চাঁদ তারা ব্যাজ অর্জন করেছে তারা স্কাউট শাখায় যোগদান করলে শুধু মাত্র স্টার (*) চিহ্নিত বিষয়গুলি সম্পন্ন করে চারটি ট্রুপ মিটিংয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক মাসে সদস্য ব্যাজ অর্জন করতে পারবে। এই বইয়ে আলোচিত বিষয়গুলো 'স্কাউট প্রোগ্রাম' অনুসারে বর্ণনা করা হলো।

স্কাউট আদর্শ

(১) স্কাউটিংয়ের মূলভিত্তি

(ক) স্কাউটিং কি ও কেন এবং সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল ছেলেমেয়েদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিকগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশ। যাতে তারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে। স্কাউটিংয়ের জনক বিপি ১৯০৭ সালে ব্রাউন্সী দ্বীপে ২০ জন বালক নিয়ে পরীক্ষামূলক ক্যাম্পিং-এর মাধ্যমে ১১-১৬ + বছর বয়সী বালকদের নিয়ে স্কাউটিং শুরু করেন। তিনি এ পরীক্ষামূলক ক্যাম্পিং করে নিশ্চিত হন যে, মুক্তাংগনে

বৈচিত্রময় কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে অতি সহজে বালকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা যায়; যা তাদের দৈহিক, মানসিক/আবেগিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ঘটিয়ে চরিত্রবান, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলে। বি-পি 'Scouting for Boys' বইতে বলেছেন- "By term Scouting is meant the work and attributes of backwoosmen, explorers and frontiermen" অর্থাৎ স্কাউটিং বলতে আদি বনবাসী মানুষ,অন্বেষণকারী ও সীমান্তবাসীদের কাজ ও গুণাবলীকে বুঝায়।

স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ হলো- (ক) স্কাউটিংয়ের সংজ্ঞা (Defination) (খ) স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Purpose) (গ) স্কাউটিংয়ের নীতিমালা (Principles) এবং (ঘ) স্কাউট পদ্ধতি (Method)।

বয়স ভিত্তিক স্তর বিন্যাস ঃ

স্কাউট আন্দোলন সকল ধরণের ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। সুষ্ঠু পরিচালনায় সুবিধার্থে বাংলাদেশে স্কাউটিং তিনটি শাখায় বিভক্ত ঃ-

১) কাব স্কাউট-যে সকল কিশোর-কিশোরীর বয়স ৬ বছরের বেশি কিন্তু ১১ বছরের কম।

২) স্কাউট - যে সকল বালক-বালিকার বয়স ১১ বছর বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ১৭ বছরের কম।

৩) রোভার স্কাউট- যে সকল তরুণ-তরুণী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অথবা যাদের বয়স ১৭ বা তার চেয়ে বেশি কিন্তু ২৫ বছরের কম। রেলওয়ে, বিমান ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবীদের জন্য বয়স ৩০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

স্কাউটিংয়ের মূলনীতি ঃ

স্কাউট আন্দোলন নিম্নে বর্ণিত ৩টি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

১। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন (আধ্যাত্মিক দিক)

২। অপরের প্রতি কর্তব্য পালন (সামাজিক দিক)

৩। নিজের প্রতি কর্তব্য পালন (ব্যক্তিগত দিক)]

স্কাউট পদ্ধতি ঃ

স্কাউট পদ্ধতি একটি ধারাবাহিক স্ব-শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া, যার উপাদানগুলো হচ্ছে ঃ

১। প্রতিজ্ঞা ও আইনের চর্চা এবং তার প্রতিফলন

২। হাতে কলমে শিক্ষণ

৩। ছোট ছোট দলের সদস্য হিসেবে কাজ করা (যেমন ঃ ষষ্ঠক/উপদল পদ্ধতি)

৪। ক্রমোন্নতিশীল ও উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম (ব্যাজ পদ্ধতি)

৫। বয়স্ক নেতার সহায়তা, ৬। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও ৭। প্রতিকী কাঠামো সকল ধরণের স্কাউট

কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম স্কাউট পদ্ধতিতেই বাস্তবায়ন করতে হয় যাতে করে স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। স্কাউটদের জন্য যে সকল কাজ স্কাউট পদ্ধতিতে করা হয় না, তা স্কাউট প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম বলে বিবেচিত করা যায় না।

স্কাউটদের বৈশিষ্ট্য ঃ

স্কাউটিং তার নিজস্ব বৈশিষ্টের কারণেই সারা বিশ্বে আজও সমাদৃত। স্কাউটিং এর বৈশিষ্ট্যের কতগুলো দিক হচ্ছে ঃ

১। স্কাউটরা প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেয় এবং তার জীবনে প্রতিজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করে

২। স্কাউটরা সাফল্য বা বিফলতার কথা না ভেবে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

৩। স্কাউটরা সকল কাজ হাতে কলমে করার মাধ্যমে শেখে।

৪। স্কাউটরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে ও শেখে। একে উপদল পদ্ধতি বলে।

৫। স্কাউটদের কাজের স্বীকৃতি ব্যাজের মাধ্যমে দেয়া হয়। একে ব্যাজ পদ্ধতি বলে। নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জনে সফল হলে ব্যাজ প্রদান করা হয়।

৬। স্কাউটরা নির্ধারিত পোষাক, স্কাউট ব্যাজ ও স্কার্ফ পরিধান করে।

৭। স্কাউটরা নির্ধারিত তিন আংগুলে বিশেষ কায়দায় সালাম দেয় ও গ্রহণ করে।

৮। স্কাউটরা ডান হাতে পরস্পরের সাথে করমর্দন করে।

৯। স্কাউটরা নিজস্ব কায়দায় তাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে ঃ যেমন ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, মুট, ক্যাম্পফায়ার, স্কাউটস ওন, ক্রু মিটিং প্যাক মিটিং ইত্যাদি।

(খ) স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন, মটো, শ্লোগান

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

- ❒ আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- ❒ সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- ❒ স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

Scout Promise

On my honour I promise that I wll do my best

- ❒ to do my duty to god and my country
- ❒ to help other people at all times.
- ❒ to obey the scout law.

প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ঃ স্কাউটদের প্রতিজ্ঞা একটি। এর তিনটি অংশ আছে। প্রতিটি অংশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক স্কাউটের কর্তব্য হলো প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ মেনে চলা। এখানে উল্লেখ্য যে, যারা অন্য ধর্মাবলম্বী তারা আল্লাহ্ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম বলবে। একজন স্কাউটের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। তার কাছে সবই সম্ভব। যখন তুমি স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠ করবে, তখন তোমাকে মনে রাখতে হবে, তুমি তোমার নিজের জন্য, আল্লাহর জন্য,অপরের জন্য, দেশের জন্য কিছু না কিছু করবে। তুমি প্রতিজ্ঞা করবে, তোমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, তোমার আত্মমর্যাদা সুরক্ষার জন্য এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে মেনে চলতে হবে।

প্রতিজ্ঞা নেয়ার সময় থেকে স্কাউট হিসেবে তোমার নতুন জীবন শুরু হবে। তুমি নতুন দায়িত্ব নেবে। সে জন্য প্রতিজ্ঞার প্রতিটি কথার অর্থ বোঝা দরকার। প্রথম দিকে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন মেনে জীবন চলার কিছুটা কঠিন মনে হবে। অনেক ত্যাগ ও ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কিন্তু স্কাউট নিয়মে চলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে তুমি একজন ভাল স্কাউট হয়ে উঠবে। ভাল স্কাউট মানেই একজন পরোপকারী, সহানুভূতিশীল ও ন্যায়পরায়ণ তথা আদর্শ মানুষ।

কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা নেয়ার অর্থ হলো, সে বিষয়টি সঠিকভাবে ও দায়িত্ব নিয়ে সম্পন্ন করা। তাই কাজের মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তুমি শুধু প্রতিজ্ঞা পাঠই করোনি তা পালনও করেছ।

এখন দেখা যাক, প্রতিজ্ঞার প্রতিটি অংশের তাৎপর্য কি?

আত্মমর্যাদা ঃ সাধারণভাবে একজন মানুষের নিজের সম্মানকেই তার আত্মমর্যাদা বুঝায়। আত্মমর্যাদাহীন কোন ব্যক্তিকে সুস্থ্য, বিবেকবান মানুষ বলা যায় না। আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিকে কেউ বিশ্বাস করতে পারেনা। অপর দিকে একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সৎ, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হয়। সকলে তাকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে। অর্থাৎ সৎ ও সত্যবাদি হওয়া। তাই স্কাউট প্রতিজ্ঞায় আত্মমর্যাদার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন ঃ স্কাউটিং কেবলমাত্র আস্তিকের জন্য অর্থাৎ যারা কোন না কোন ধর্মের অনুসারী। যারা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে তারাই শুধু স্কাউট হতে পারে। আল্লাহ মানুষকে শুধু সৃষ্টির সেরা হিসেবেই সৃষ্টি করেননি, মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা, ফল-মূল, পশু-পাখি, পাহাড় পর্বত, পানি, বায়ু সবই। জমিতে ফসল, মাটির নিচে পানি আর খনিজ সম্পদ দিয়েছেন, এর সবই মানুষের ভোগের জন্য। মানুষ কেবল মাত্র তার বুদ্ধিবলে সে সব আহরণ করছে আর ভোগ করছে। নানান উদ্ভিদ, লতা, গুল্ম, বৃক্ষরাজীর মধ্যে আবার প্রদান করেছে নানান বর্ণ, মনোহর ফুল, সুস্বাদু ফল আর ভেষজ গুনাগুন। মানুষের প্রতি স্রষ্টার এই

উদারতার জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের কর্তব্য। স্কাউট প্রতিজ্ঞায় নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের প্রতি কর্তব্য পালন ঃ পৃথিবীর সকল ধর্মেই নিজের দেশকে ভালবাসা, নিজের জাতির জন্য মংগলকর কাজ করার তাগিদ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে মাতৃভূমিকে ভালবাসা ঈমানের অংশ হিসেবে বলা হয়েছে।

দেশ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকের সুখ-শান্তিতে বসবাস, শিক্ষা, কর্মসংস্থান উপার্জন, নিরাপত্তাসহ নাগরিক সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর সেজন্যই দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য কাজ করা, দেশের মংগল হয় এমন চিন্তা করা, দেশের আইন শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলা সকলের একান্ত কর্তব্য। দেশপ্রেম এবং উন্নত নাগরিক চেতনাকে সভ্যতার মানদণ্ড হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।

সে জন্য দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের উপর স্কাউট প্রতিজ্ঞায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অপরকে সাহায্য করা ঃ

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন প্রাণ সকলই দাও
পরের কারণে মরনেও সুখ আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

অথবা

মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য

কবির এই সব অমর কথা পৃথিবীতে আবির্ভূত মহামনীষীদের মহান বাণীরই প্রতিধ্বনি। অপরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া বা অপরের জন্য সামান্য হলেও কিছু করতে পারার যে তৃপ্তি তা অন্য কোন কাজে পাওয়া যায়না। সর্বকালের ও সর্বযুগের মহান ব্যক্তিগণ অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে মানব জীবনের পরম প্রশান্তি লাভের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাই স্কাউট প্রতিজ্ঞায় সর্বদা অপরকে সাহায্যের তাগিদ রয়েছে।

সর্বদা অপরকে সাহায্য করা ঃ স্কাউটদের মূলমন্ত্রকে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে হবে। অপরকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করা যায়। এই সাহায্য ছোট হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে। অন্যের বিপদে এগিয়ে আসলে নিজের বিপদের সময় অন্যেরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। তাই সর্বদা অপরকে সাহায্য করা উচিত।

স্কাউট আইন মেনে চলা ঃ স্কাউটদের সাতটি আইন আছে। এগুলোকে মেনে চলতে হবে। প্রতিটি আইনকে আকঁড়ে ধরতে পারলে কোন মানুষেই কখনো বিপথগামী হতে পারে না। বরং সে সকলের জন্য আদর্শ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে।

যথাসাধ্য চেষ্টা করা ঃ জীবনে সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো চেষ্টা। চেষ্টার মাধ্যমেই স্কাউটদের সাতটি আইন মেনে চলতে পারলে যে কোন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। সবকিছু সব সময় সফল করা যায় না। তবে সফলতার জন্য তুমি যে চেষ্টা করবে তার মূল্য অনেক। কাজে প্রমান করতে না পারলেও তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করার জন্যই অনেকের কল্যাণ হবে এবং কাজের লক্ষ্য অর্জনের পথ খুলে যাবে। স্কাউটিং তোমার ক্ষমতার বাইরে কাজ চায় না। কোন রকম জোরজুলুমও করা হয় না, বরং এটা নিশ্চিত করতে চায় তুমি খোলা মনে কাজ করছ।

স্কাউট আইন

স্কাউট আইন ৭ (সাত) টি। আইন গুলো হচ্ছে-

১. স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
২. স্কাউট সকলের বন্ধু
৩. স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
৪. স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
৫. স্কাউট সদা প্রফুল্ল
৬. স্কাউট মিতব্যয়ী
৭. স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

স্কাউট আইনের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা ঃ স্কাউট আইন সুনাগরিক হবার ভিত্তি। এটি এমন আচরণবিধি বা নীতিমালা, যা একজন স্কাউট অবশ্যই মেনে চলবে। স্কাউট আইনে সুস্পষ্ট ইতিবাচক গুণাবলী ও কর্তব্যের যে বিধান রয়েছে তাতে রয়েছে সম্মান (Honour), আনুগত্য (Loyalty), সাহায্য (Help), বন্ধুত্ব (Friendship), বিনয় (Courtesy), সাহস (Courage), প্রফুল্লতা (Cheerfulness) এবং মিতব্যয়িতা (Thriftiness) ইত্যাদি তা একজন ছেলে বা মেয়ের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে মজবুত ও দৃঢ় করে। স্কাউট জীবন ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের বাস্তব রূপায়নের পথ নির্দেশ করে। এরকম দৈনিক সৎকাজ (Good Turn), অপরের জন্য ভাবার এবং কাজ করার অভ্যাস তৈরি করে। স্কাউটদের সাতটি আইনের প্রতিটির আলাদা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। এ পর্যায়ে তা আলোচনা করা হল ঃ

১. স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী ঃ এর মূল অর্থ নিজের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয়। সৎ, সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য এ বিশেষ গুনগুলোই আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদা একজন মানুষের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। মূলতঃ এই আত্মমর্যাদা বোধই একজন মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন স্কাউটের আত্মমর্যাদা এমন হবে

যাতে সকলে তার উপর আস্থা রাখতে পারে, কোন প্রলোভন তা যত বড়ই হোক না কেন তাকে অসৎ বা অপরাধ প্রবন হতে প্ররোচিত করতে না পারে।

২. স্কাউট সকলের বন্ধু ঃ স্কাউট হিসেবে সে অপরকে অত্যন্ত আপন করে ভাবে, সকলের সাথে বন্ধু বা ভাই এর আচরণ করে। একজন স্কাউট এর কাছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব এর কোন ব্যবধান নেই। সংরক্ষণবাসী মনোভাব পরিহার করে অন্যের ভাল দিকটাকে স্কাউটরা গ্রহণ করে থাকে। তার এরূপ আচরণের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই। একজন স্কাউটের কাছে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"-এই কথাটিই অনুসরণীয়।

৩. স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত ঃ প্রাচীন কালে বীরপুরুষেরা নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি সদয় ও বিবেচক আচরণ করতেন। স্কাউটরাও অবশ্যই অনুরূপ বিবেচকের আচরণ করবে। একজন স্কাউট তার বায়োজ্যেষ্ঠ, পিতা-মাতা, শিক্ষক, ইউনিট লিডার, উপদল নেতার অনুগত হবে এবং সকলের সঙ্গে বিনয়ের সাথে কথা বলবে। তার আচার আচরণে বিনয় প্রকাশ পাবে।

৪. স্কাউট জীবের প্রতি সদয় ঃ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই স্রষ্টার সৃষ্টি অন্য সকল জীবের প্রতি সহমর্মী হওয়া তার কর্তব্য। একজন স্কাউটের আচরণ এমন হবে না, যার দ্বারা স্রষ্টার সৃষ্টি হুমকির সম্মুখীন হয়। কোন প্রাণীর প্রতি দুর্ব্যবহার মূলত ঃ স্রষ্টার সাথে দূর্ব্যবহারের সামিল। এ ক্ষেত্রে একজন স্কাউট হবে বিশাল ও মহৎ চিত্তের মানুষ।

৫. স্কাউট সদা প্রফুল্ল ঃ একজন স্কাউট নির্ভিক এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হবে। কোন বিপদের মুহূর্তে সে বিচলিত হবে না। ধীরস্থিরভাবে হাসিমুখে সে লক্ষ্য করবে বিপদের মাত্রা এবং তার কি কি করণীয় তা নির্ধারণ করে সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬. স্কাউট মিতব্যয়ী ঃ একজন স্কাউট হবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। সে সকল সময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করে। বর্তমানে তার যে সম্পদ বা সুযোগ সুবিধা আছে ভবিষ্যতে তা নাও থাকতে পারে। তাই ক্ষনিকের আনন্দ বা সুযোগের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে যখন তার এরূপ থাকবেনা তখন কিভাবে দিন চলবে সে বিষয়ে ভাববে। এক্ষেত্রে বাহুল্য ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছুটা সঞ্চয় করবে। এতে করে অনাকাংক্ষিত দুর্যোগের মুহূর্তে সে এই সঞ্চয় কাজে লাগাতে পারে। আর্থিক মিতব্যয় ছাড়াও কথা এবং সময়ের দিক থেকেও একজন স্কাউট হবে মিতব্যয়ী। স্কাউটরা কখনই অযথা বাক্য ব্যয় বা সময় নষ্ট করে না।

৭. স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল ঃ কেবল সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী হলে চলবেনা; একজন স্কাউট হবে সুন্দর মনের অধিকারী। কখনও অপরের অনিষ্টকর চিন্তা তো সে করবেই না বরং কিভাবে তার উপকার করা যায় এই হবে তার ভাবনা। কোন কাজে বা কথায় কেউ মনে কষ্ট পাবে এমন কাজ বা কথা থেকে সে বিরত থাকবে। তার চিন্তা ও কাজ হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। এই হবে একজন স্কাউটের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

স্কাউটদের সাতটি আইন মনে রাখার জন্য দু'টি লাইনের একটি ছাড়া আছে এটি হল:

'বিশ্বাসী বন্ধু বিনয়ী সদয়'
প্রফুল্ল মিতব্যয়ী নির্মল রয়।'

(আইনগুলো মনে রাখার আরেক উপায় হলো আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত গান বলা এবং অভিনয় প্রদর্শন করা)

স্কাউট মূলমন্ত্র (Motto)

স্কাউটদের মূলমন্ত্র হলো "সদা প্রস্তুত"। মটো শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সংক্ষিপ্ত নীতি বাক্য/মূলমন্ত্র। স্কাউট মূলমন্ত্র হচ্ছে সদা 'প্রস্তুত থাকা' (Be Prepared) যার মানে হচ্ছে মানসিক ও শারীরিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সব সময় তৈরি থাকা।

মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার (Be Prepared in mind) মানে নিজেকে এমন নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে রাখা যাতে কোন আদেশ পালন অথবা কোন দূর্ঘটনা বা জরুরী অবস্থায় দ্রুত সাড়া দেয়া যায়, এবং তুমি ঠিক ঠিক জান কি করতে হবে।

শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকার (Be Prepared in mind) মানে নিজেকে শক্তিশালী সক্ষম ও সক্রিয় হিসেবে তৈরি করা যাতে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি দ্রুত করা যায়।

বি'পি বলেছেন, "A Scout is never taken by Surprize; he knows exactly what to do when any thing unexpected happens" অর্থাৎ একজন স্কাউট কখনোই চমকিত হয় না, কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে কি করতে হবে সে ঠিক ঠিক জানে। স্কাউট হিসেবে জীবনের সব বাঁধা বিপত্তি পেরোতে যেমন আমরা সদা তৎপর থাকব, সে রকম যে কোন কাজ করতে থাকব সদা প্রস্তুত।

স্কাউট শ্লোগান

"প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা" এটি হচ্ছে স্কাউটদের শ্লোগান। ইংরেজিতে বলা হয় "Do a good turn daily" এটি স্কাউটদের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে। এই শ্লোগান স্কাউট প্রতিজ্ঞার একটি অংশ হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক। প্রতিদিন বিভিন্নভাবে এই শ্লোগানকে বাস্তবায়িত করা যায়। যেমন ঃ

কারো চিঠি লিখে দেয়া।
কারো চিঠি পোস্ট করে দেয়া।
ডাকটিকিট কিনে এনে দেয়া।
কাউকে বাজার করে দেয়া।
কারো কিছু হারিয়ে গেলে খোঁজ করে দেয়া।
কারো জিনিস পড়ে গেলে তুলে দেয়া।
অন্ধকে পথ পার হতে সাহায্য করা।
বয়স্ক লোককে এগিয়ে দেয়া।
পথ থেকে ইট, পাথর, কাঁটা, কলার খোসা তুলে যথাস্থানে রাখা।

পথের গর্ত ভরে দেয়া।
শিশুকে পথ পার হতে সাহায্য করা।
পথে পাওয়া ছেলেকে বাড়ি পৌঁছে দেয়া।
মুসল্লিদের ওজুর পানি এনে দেয়া।
মসজিদ/উপাসনালয় ধুয়ে পরিষ্কার করা।
পথচারিকে পথ দেখিয়ে দেয়া।
কাউকে বাসা খুঁজে পেতে সাহায্য করা।
ঝগড়া বিবাদ থামিয়ে দেয়া।
লাশ দাফনে সাহায্য করা।
আহতকে প্রাথমিক প্রতিবিধান দেয়া।
পশু পাখিকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করা।
কাউকে গাড়িতে চড়তে সাহায্য করা।
বন্যার সময় ত্রাণকার্যে যোগদান করা।
ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় বা আগুন লাগা এলাকায় ত্রাণ কাজ করা।
সমাজের চাহিদা অনুযায়ী ভাল কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা।

এভাবে ছোট হোক, বড় হোক যে কোন কাজ করে মানুষের সেবা করাই স্কাউট শ্লোগানের মূল উদ্দেশ্য।

(গ) স্কাউট চিহ্ন, সালাম, করমর্দন, পোশাক

স্কাউট চিহ্ন

পদ্ধতি ঃ ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কনিষ্ঠ আঙ্গুলকে চেপে ধরে তালুর ওপর রাখতে হবে, মাঝখানের তিনটি আঙ্গুলকে সোজা করে ধরতে হবে। তালু সামনের দিকে রেখে হাত তুলতে হবে। হাতের উপরের বাহু শরীরের সাথে ৪৫$^{\circ}$ কোণ করে ধরে এবং নিচের বাহুকে উর্ধ্ববাহুর সাথে ৪৫$^{\circ}$ কোণ করে সালাম প্রদর্শন করতে হবে যেন নিম্নবাহু দেহের সাথে সমান্তরাল থাকে। হাতকে এমনভাবে রাখতে হবে যেন তালু প্রায় চোখ বরাবর থাকে। এ অবস্থায় হাত রাখাকে স্কাউট চিহ্ন বলে।

অনুশীলন ঃ অপর স্কাউটকে দেখা মাত্রই চিহ্ন দেখানোর মাধ্যমে এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিহ্ন দেখানোর মাধ্যমে চিহ্ন প্রদর্শনের অনুশীলন করা যায়।

চিত্র ঃ স্কাউট চিহ্ন

চিহ্নের ব্যবহার ঃ

❒ প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় অথবা প্রতিজ্ঞা পুনঃ পাঠের সময় স্কাউট চিহ্ন দেখাতে হয়।

❒ সাধারণ পোশাকে একজন স্কাউটের সাথে অপর একজন স্কাউটের পরিচিত হবার জন্য এ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কারণ এই চিহ্ন পৃথিবীর সকল দেশের স্কাউটরা সনাক্ত করতে সক্ষম। ফলে সে যে দেশেরই হোক না কেন এই চিহ্ন দেখালেই বোঝা যাবে যে, সামনে অবস্থানকারী একজন স্কাউট।

চিহ্নের তাৎপর্য ঃ স্কাউট চিহ্নের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ডান হাতের কব্জী থেকে হাতের অগ্রভাব পর্যন্ত অংশকে 'সোনালী বন্ধন' বা "Golden Tie" বলে।

হাতের মাঝের তিনটি আঙ্গুল দ্বারা প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ বোঝায়। বুড়ো আঙ্গুল ও কণিষ্ঠ আঙ্গুলের বন্ধনের ফলে সৃষ্ট বৃত্ত সারা পৃথিবীতে স্কাউটদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে বোঝায়।

স্কাউট সালাম

পদ্ধতি ঃ স্কাউটরা তিন আঙ্গুলে সালাম দেয়। ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল ভাঁজ করে হাতের তালুর ওপর নিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে এবং বাকি তিনটি আঙ্গুল একত্রিত করে (স্কাউট চিহ্নের অনুরূপ) সোজা অবস্থায় তর্জনী আঙ্গুলের মাথা ডান চোখের ওপরে কপালের ভ্রুর কোণা স্পর্শ করবে। হাতের তালু সামনের দিকে এবং উর্ধ্ববাহু শরীরের সাথে ৯০° কোণে ধরতে হবে। এটি হচ্ছে স্কাউটদের সালাম দেবার পদ্ধতি বা নিয়ম। ইংরেজীতে বলা যায়- "Long way up and short way down".

অনুশীলন ঃ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে অনুশীলন করা যায়। তাছাড়া যে কোন স্কাউটকে দেখা মাত্রই সালামের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সালাম অনুশীলন করা যায়।

সালামের ব্যবহার ঃ

- ❒ সম্ভাষণের জন্য।
- ❒ জাতীয় পতাকা ও স্কাউট পতাকাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।
- ❒ স্কাউট পোশাক পরিহিত অবস্থায় একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময়।

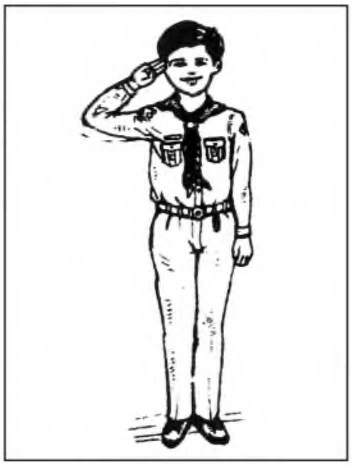

চিত্র ঃ স্কাউট সালাম

স্কাউট করমর্দন

আগে বাংলাদেশের স্কাউটরা বাম হাতে করমর্দন করত। পরবর্তীতে দেশের ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ডান হাতে করমর্দন করার প্রথা চালু হয়েছে। তাই এই প্রথা অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কাউটরা ডান হাতে করমর্দন বা হ্যান্ডশেক করে। এখনও বিশ্বের অনেক দেশে স্কাউটরা বাম হাতে হ্যান্ডশেক করে।

চিত্র ঃ স্কাউট করমর্দন

আদিমকালে মানুষ মানুষকে অবিশ্বাস করত না। তাই একজন অপরজনকে দেখলে হাতে কোন অস্ত্র নেই এবং মনে কোন খারাপ চিন্তা নেই, তা বোঝানোর জন্য পরস্পর খালি হাতে করমর্দন করতে শুরু করে। কোন কোন দেশে দু'হাতে করমর্দন করা হয়।

স্কাউট পোশাক

স্কাউট পোশাক পরিধান ও ব্যবহারের মাধ্যমে স্কাউটদের পরিচয় পাওয়া যায়। স্কাউট পোশাক পরলে তুমি নিজেকে দক্ষ স্কাউটের একজন হিসেবে অনুভব করবে। এই পোশাক পরে কোথাও গেলে অনেক স্কাউট বন্ধু পাবে। নৌ স্কাউট এবং এয়ার স্কাউটের পোশাক ভিন্ন ভিন্ন হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর গঠন ও নিয়ম তফসিল-১ অনুসারে সকল স্কাউটকে স্কাউট পোশাক পরিধান করতে হবে। তাহলে এবার আমরা পোশাকের খুঁটিনাটি জেনে নেইঃ

ক. স্কাউট পোশাক (ছেলে)

১) টুপি ঃ নেভী ব্লু রংয়ের পিকযুক্ত টুপি।

২) শার্ট ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের কাঁধে পেটিবিহীন দুই পকেট ওয়ালা (ঢাকনাযুক্ত মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা ফুল হাতা শার্ট।

৩) প্যান্ট ঃ স্ট্রেট কাট গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ফুল প্যান্ট, নিচের মুহুরী ৪০ থেকে ৪৫ সে. মি. এর মধ্যে হতে হবে।

৪) বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মনোগ্রাম যুক্ত বাকল বিশিষ্ট কালো চামড়া বা নেভী ব্লু রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫) জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা।

৬) মোজা ঃ প্যান্টের সাথে মানানসই মোজা।

৭) স্কার্ফ ঃ নিজ ইউনিটের জন্য উপজেলা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ।

চিত্র ঃ স্কাউট পোশাক

৮) গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃত সবুজ পটভূমিতে সাদা রংয়ের লেখা প্রিন্ট/এমব্রয়ডারি) গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে ।

৯) দড়ি ঃ এক সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ২.৭৫ মিটার লম্বা সুতা/শন/পাটের দড়ি স্কাউটিং পদ্ধতিতে গোছানো অবস্থায় কোমরে বেল্টের হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যাবে ।

১০) নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাড় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ লেখা কাপড়ের নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটে ঢাকনার লাইনের উপর পরতে হবে ।

১১) জাতীয় পতাকার রেপলিকা ঃ নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে ।

খ. স্কাউট পোশাক (মেয়ে)

১) টুপি ঃ নেভী ব্লু রংয়ের পিকযুক্ত টুপি ।

২) কামিজ ঃ ছাই (অ্যাশ) রংয়ের লম্বা কামিজ (হাটুর চার আঙ্গুল নিচ পর্যন্ত) ও গাঢ় নেভিব্লু রংয়ের ওড়না ।

৩) পায়জামা ঃ গাঢ় নেভিব্লু রংয়ের সালোয়ার/পায়জামা ।

৪) বেল্ট ঃ বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মনোগ্রাম যুক্ত বাকল বিশিষ্ট কালো চামড়া বা নেভি ব্লু রংয়ের কাপড়ের বেল্ট ।

৫) জুতা ঃ কালো রংয়ের জুতা ।

৬) মোজা ঃ পায়জামার সাথে মানানসই মোজা ।

৭) স্কাফ ঃ নিজ ইউনিটের জন্য উপজেলা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ ।

৮) গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃত সবুজ পটভূমিতে সাদা রংয়ের লেখা প্রিন্ট/এমব্রয়ডারি) গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ কামিজের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে ।

৯) দড়ি ঃ এক সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ২.৭৫ মিটার লম্বা সুতা/শন/পাটের দড়ি স্কাউটিং পদ্ধতিতে গোছানো অবস্থায় কোমরে বেল্টের হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যাবে ।

১০) নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ লেখা কাপড়ে নিজ নাম ফলক ডান কাঁধ থেকে সামনে দিকে ১২ সেঃ মিঃ নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

১১) জাতীয় পতাকার রেপলিকা ঃ নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

গ. নৌ স্কাউট পোশাক (ছেলে) ঃ

চিত্র ঃ নৌ স্কাউট পোশাক

১) টুপি ঃ সাদা রংয়ের নৌ স্কাউট টুপি/ডাক বা জকি ক্যাপ। ক্যাপের রীবনে নৌ স্কাউট মনোগ্রামসহ 'নৌ স্কাউট' লেখা থাকবে।

২) শার্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের সিংলেট শার্ট।

৩) প্যান্ট ঃ স্ট্রেট কাট গাঢ় নীল রংয়ের ফুল প্যান্ট নিচে মুহুরি ৪০ থেকে ৪৫ সে. মি. এর মধ্যে হতে হবে।

৪) বেল্ট ঃ নৌ স্কাউটস-এর মনোগ্রাম যুক্ত বাকল বিশিষ্ট গাঢ় নীল রংয়ের নাইলন/কাপড়ের বেল্ট।

৫) জুতা ঃ কালো রংয়ের চামড়ার ফিতা যুক্ত জুতা বা বুট।

৬) মোজা ঃ নীল/কালো রংয়ের মোজা।

৭) স্কার্ফ ঃ নৌ জেলা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত গ্রুপ স্কার্ফ।

৮) গ্রুপ পরিচিত ঃ Oval বা ডিম্বাকৃত সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ের লেখা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯) নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ লেখা কাপড়ে নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের উপরে পরতে হবে।

১০) জাতীয় ফলক রেপলিকা ঃ নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

ঘ. নৌ স্কাউট পোশাক (মেয়ে) ঃ

গাঢ় নীল রংয়ের কামিজ, পায়জামা/প্যান্ট/ওড়না ও টুপি সহ নৌ স্কাউট (ছেলে) পোশাক এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বেল্ট, জুতা, মোঝা, স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি এবং ডান কাঁধের থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নিচে নাম ফলক ও তার উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

ঙ. নৌ স্কাউট আনুষ্ঠানিক পোশাক ঃ

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নৌ স্কাউট অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের শাট, প্যান্ট, টুপি, জুতা, মোজা এবং উপরে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী বেল্ট, স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি, নাম ফলক ও জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরা যাবে।

চ. এয়ার স্কাউট পোশাক (ছেলে) ঃ

১) টুপি ঃ গাঢ় নীল রংয়ের এয়ার স্কাউট টুপি, বামে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

২) শার্ট ঃ আকাশী রংয়ের (দুই পকেটওয়ালা ঢাকনাযুক্ত) মাঝখানে প্লেট সহ হাফ/ফুল হাতা শার্ট।

৩) প্যান্ট ঃ গাঢ় নীল রংয়ের স্ট্রেট কাট ফুল প্যান্ট। নিচের মুহুরি ৪০ থেকে ৪৫ সে. মি. হবে।

৪) বেল্ট ঃ এয়ার স্কাউটস-এর মনোগ্রাম খচিত বাকল বিশিষ্ট কালো চামড়া/গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

৫) মোজা ঃ গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

৬) জুতা ঃ কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা।

৭) স্কার্ফ ঃ জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

চিত্র ঃ এয়ার স্কাউট পোশাক

৮) গ্রুপ পরিচিতি ঃ Oval বা ডিম্বাকৃত সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ের লেখা গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯) নাম ফলক ঃ হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ লেখা কাপড়ে নিজ নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনার লাইনের উপরে পরতে হবে।

১০) জাতীয় পতাকার রেপলিকা ঃ নাম ফলকের উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

ছ. এয়ার স্কাউট পোশাক (মেয়ে) ঃ

আকাশী রংয়ের কামিজ, গাঢ় নীল রংয়ের পায়জামা/প্যান্ট ও ওড়না, কালো জুতা, নীল/কালো রংয়ের মোজা সহ এয়ার স্কাউট (ছেলে) পোশাক এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী টুপি, বেল্ট, স্কার্ফ, গ্রুপ পরিচিতি এবং ডান কাধেঁর থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নিচে নাম ফলক ও তার উপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

জ. রেলওয়ে স্কাউট পোশাক ঃ রেলওয়ে স্কাউট পোশাক হবে স্কাউট ছেলেমেয়েদের অনুরূপ।

পোশাকের অলংকার ঃ পোশাকের অলংকার হচ্ছে অনুমোদিত ব্যাজ এবং মেডেল। এছাড়া অননুমোদিত কোন প্রকার ব্যাজ, মেডেল, স্টিকার, কোট পিন ইত্যাদি স্কাউট ব্যবহার করা যাবে না।

পোশাকের যত্ন ঃ

১. সব সময় পোশাকের যত্ন নেবে। যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে না।

২. পোশাক ভাঁজ করে সংরক্ষণ করবে।

৩. পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখবে। ছিঁড়ে গেলে তাড়াতাড়ি সারিয়ে নেবে। বোতাম ঠিকমতো লাগাবে।

৪. জুতা ময়লা হবার সাথে সাথেই পরিস্কার করবে এবং প্রয়োজনমতো ব্রাশ করে পরিস্কার রাখবে।

৫. শার্ট-প্যান্টের সাথে স্কার্ফও ধুয়ে ইস্ত্রি করে ব্যবহার করবে (ওয়াগলসহ)।

স্কার্ফ ঃ স্কার্ফ, স্কাউট পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি সমদ্বিবাহু ত্রিকোণাকৃতি কাপড়ের তৈরি। বাহুর মাপ সাধারণত ৯৬.৫২ সে.মি. বা ৩৮ ইঞ্চি। পরিচয় ভেদে স্কার্ফ নানারকম হতে পারে। অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা না করা হলে বা কোন ধারায় এর ব্যতিক্রম না থাকলে স্কার্ফ কেবলমাত্র স্কাউট ইউনিফরমের সাথেই পরা যাবে।

বিশ্বের এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এয়ার ও নৌ স্কাউটরা বিভিন্ন রংয়ের পোশাক পরিধান করে। তথাপি স্কার্ফ সব স্কাউটরাই পরিধান করে। নির্দিষ্ট পোশাক পরা অনেক সংগঠনের বালক বালিকাদের পাওয়া যায়। তাই শুধু ইউনিফরম দেখে বলা যাবে না সে স্কাউট কিনা। কিন্তু স্কার্ফ ও সদস্য ব্যাজ পরা বালক বালিকাকে অবশ্যই স্কাউট হিসেবে সনাক্ত করা যায়।

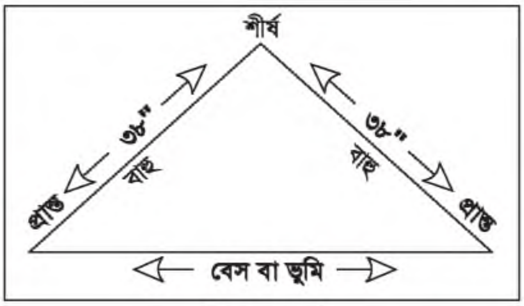

চিত্র ঃ স্কার্ফ

স্কার্ফের উপকারিতা ঃ

- ❒ প্রাথমিক প্রতিবিধানে ব্যান্ডেজের কাজে স্কার্ফ ব্যবহার করা যায় ।
- ❒ রংয়ের ভিন্নতা থাকায় একজন স্কাউটের ইউনিট পরিচিতি স্কার্ফের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় ।
- ❒ বিপদে পড়লে সংকেত দেয়ার জন্য নিশান হিসেবে বা কয়েকটি স্কার্ফ বেঁধে দড়ির কাজে ব্যবহার করা যায় ।
- ❒ বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে স্কার্ফ দিয়ে অনেক সময় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা যায় ।

ব্যবহার বিধি ঃ লম্বা দিক থেকে জড়িয়ে স্কার্ফ তৈরি করে ঘাড়ের সাথে মিশিয়ে পরতে হবে । স্কার্ফ অবশ্যই শার্টের কলারে ওপরে পরতে হবে এবং কলারের বোতাম লাগিয়ে নিতে হবে । কোনক্রমেই কলারের নিচে টাই আকৃতিতে স্কার্ফ ব্যবহার করা যাবে না ।

স্কাউট ব্যাজ

ব্যাজ হলো স্কাউটদের যোগ্যতার স্বীকৃতি। স্কাউট পোশাকের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট ব্যাজ পরিধানের ফলে যে কোন স্তরের স্কাউট, তা সনাক্ত করা যায়। ব্যাজ দু'প্রকার। যথা-ক) দক্ষতা ব্যাজ, খ) পারদর্শিতা ব্যাজ।

ক) দক্ষতা ব্যাজ ঃ দক্ষতা ব্যাজ প্রদান করা হয় নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের উপর দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ। সদস্য, স্ট্যান্ডার্ড, প্রোগ্রেস ও সার্ভিস এই চারটি ব্যাজ হলো দক্ষতা ব্যাজ। প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড কোন দক্ষতা ব্যাজ নয়, এটি একটি অ্যাওয়ার্ড বা বিশেষ পুরস্কার।

খ) পারদর্শিতা ব্যাজ ঃ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পারদর্শিতা অর্জনের স্বীকৃতি প্রদানের নিদর্শন হলো পারদর্শিতা ব্যাজ। দক্ষতা ব্যাজ অর্জনের প্রতিটি স্তরের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। বর্তমানে বিশেষ তিনটি ব্যাজ গ্রুপসহ মোট ১৩টি গ্রুপে পারদর্শিতা ব্যাজের সংখ্যা ১২৬ টি।

ব্যাজ পরিধানের নিয়মাবলী ঃ

- **সদস্য ব্যাজ ঃ** সদস্য ব্যাজ স্কাউট শার্টের/কামিজের বাম পকেটের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হয়।

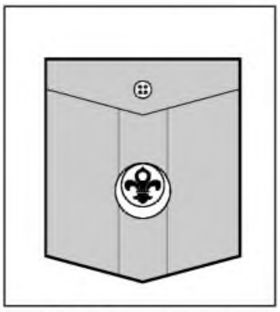

চিত্র ঃ সদস্য ব্যাজ

- **স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ ঃ** স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ শার্টের/কামিজের বাম হাতার কনুই ও কাঁধের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হয়।

চিত্র ঃ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ

❒ **প্রোগ্রেস ব্যাজ ঃ** প্রোগ্রেস ব্যাজ অর্জন করার পর স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ সরিয়ে তার স্থলে প্রোগ্রেস ব্যাজ পরতে হয়।

চিত্র ঃ প্রোগ্রেস ব্যাজ

❒ **সার্ভিস ব্যাজ ঃ** সার্ভিস ব্যাজ অর্জন করার পর প্রোগ্রেস ব্যাজ সরিয়ে তার স্থলে সার্ভিস ব্যাজ সেলাই করে পরতে হয়।

চিত্র ঃ সার্ভিস ব্যাজ

❒ **প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ঃ** এটি সার্ভিস ব্যাজের উপর অংশে সেলাই করে পরতে হয়।

চিত্র ঃ প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড

- **পারদর্শিতা ব্যাজ ঃ** স্কাউট শার্টের ডান হাতের কনুই ও কাঁধের মাঝে অর্জিত পারদর্শিতা ব্যাজ সেলাই করে পরতে হয়। ১০টির অধিক পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করলে স্যাশ ব্যবহার করে তাতে ব্যাজ পরা যাবে।

চিত্র ঃ পারদর্শিতা ব্যাজ

- **ওয়ার্ল্ড ব্রাদারহুড ব্যাজ ঃ** বিশ্ব স্কাউটস এর মনোগ্রাম সম্বলিত বিশ্ব স্কাউট ব্যাজ ডান বুক পকেটের মাঝখানে পরতে হয়।

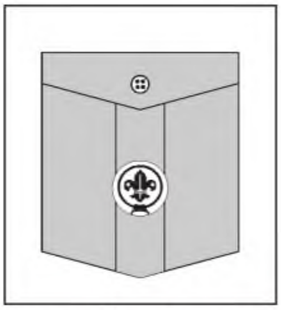

চিত্র ঃ ওয়ার্ল্ড ব্রাদারহুড ব্যাজ

- **সহকারী উপদল নেতা র‍্যাংক ব্যাজ ঃ** সহকারী উপদল নেতাকে তার স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বাম বুক পকেটের সদস্য ব্যাজের বাম পার্শ্বে লম্বালম্বি ১ (এক) সে.মি. মাপের চওড়া সাদা কাপড়রের একটি ফিতা সেলাই করে পরতে হয়।

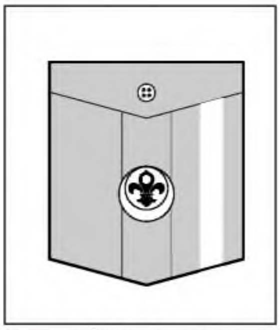

চিত্র ঃ সহকারী উপদল নেতা র‍্যাংক ব্যাজ

❒ **উপদল নেতা র‍্যাংক ব্যাজ ঃ** উপদল নেতাকে তাঁর স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বাম বুক পকেটের সদস্য ব্যাজের দুই পার্শ্ব হতে দুই প্রান্তের মাঝ বরাবর লম্বালম্বি ভাবে এক সে.মি. মাপের চওড়া সাদা কাপড়ের দু'টি ফিতা সেলাই করে পরতে হয়।

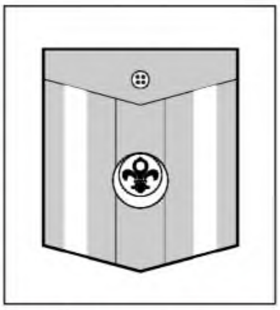
চিত্র ঃ উপদল নেতা র‍্যাংক ব্যাজ

❒ **সিনিয়র উপদল নেতা র‍্যাংক ব্যাজ ঃ** সিনিয়র উপদল নেতা স্কাউট ইউনিটে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী স্কাউট। স্কাউট পোশাকের শার্ট/কামিজের বাম বুক পকেটের মাঝখানে প্লেটের উপরে একটি এবং উভয় পার্শ্বে একটি করে মোট তিনটি এক সে.মি. মাপের চওড়া সাদা কাপড়ের ফিতা সেলাই করে পরতে হবে।

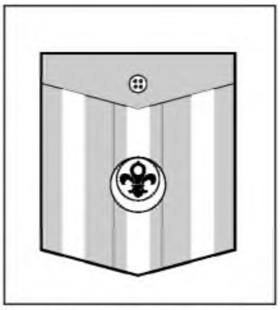
চিত্র ঃ সিনিয়র উপদল নেতা র‍্যাংক ব্যাজ

❒ **সমাবেশ ব্যাজ, জাম্বুরি ব্যাজ ঃ** সমাবেশ, জাম্বুরি ব্যাজ স্কাউট পোশাকের শার্টের বাম বুক পকেটের ঢাকনার উপরে অর্জিত অন্যান্য ব্যাজ বা অ্যাওয়ার্ডের উপরে পরতে হবে। সমাবেশ, জাম্বুরি ব্যাজ স্কাউটগন শুরু হওয়া তারিখ থেকে অনুর্দ্ধ তিন মাস পর্যন্ত পরতে পারবে।

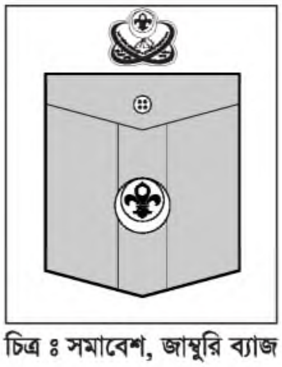
চিত্র ঃ সমাবেশ, জাম্বুরি ব্যাজ

জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা অংকন ও রংয়ের ব্যাখ্যা

জাতীয় পতাকা একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। জাতীয় পতাকাকে সম্মান করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আয়তাকার। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ঃ৬। পতাকার মাঝে লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্যের দশভাগের দুই ভাগ।

জাতীয় পতাকা আঁকা ও রং করার পদ্ধতি ঃ পতাকার দৈর্ঘ্যকে সমান দশভাগে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ভাগকে একটি ইউনিট ধরতে হবে। পতাকার প্রস্থকে সমান দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। পতাকা উত্তোলন প্রান্তের দিক থেকে সাড়ে চার ইউনিট এবং উড়ন্ত প্রান্তের দিকে সাড়ে পাঁচ ইউনিট রেখে একটি সমান্তরাল রেখা টানতে হবে।

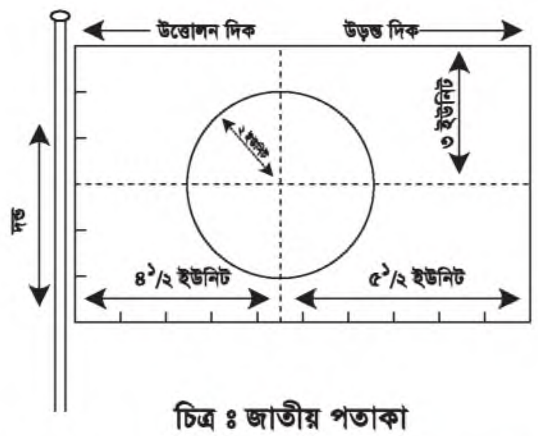

চিত্র ঃ জাতীয় পতাকা

(যদি পতাকার উড়ন্ত প্রান্তের দিকে এক ইউনিট বাদ দিয়ে পতাকাকে দু'টি সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে উড়ন্ত প্রান্তের দিকে সাড়ে পাঁচ ইউনিট এবং উত্তোলন প্রান্তের দিকে সাড়ে চার ইউনিট থাকবে) পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ছেদক বিন্দুই হবে পতাকার লাল বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু। এই কেন্দ্র বিন্দুকে কেন্দ্র করে পতাকার দৈর্ঘ্যের দশভাগের দুইভাগ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আকঁতে হবে। এই বৃত্ত লাল রঙের এবং বৃত্ত ছাড়া পতাকার বাকি অংশ গাঢ় সবুজ রঙের হবে।

জাতীয় পতাকা রংয়ের ব্যাখ্যা

- **গাঢ় সবুজ অংশ ঃ** তারুণ্যের উদ্দীপনা এবং গ্রাম বাংলার সবুজ পরিবেশের প্রতীক।
- **লাল বৃত্ত ঃ** রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং আশা আকাঙ্খার নতুন সূর্যের প্রতীক।

সরকারি ও বেসরকারি ভবনের জন্য পতাকার মাপ ঃ

১. দৈর্ঘ্য ৩০৫ সে. মি. প্রস্থ ১৮৩ সে. মি. (১০ ফুট X ৬ ফুট)

২. দৈর্ঘ্য ১৫২ সে. মি. প্রস্থ ৯১ সে. মি. (৫ ফুট X ৩ ফুট)

৩. দৈর্ঘ্য ৭৬ সে. মি. প্রস্থ ৪৬ সে. মি. (২.৫ ফুট X ১.৫ ফুট)

মোটর গাড়ির জন্য ঃ

১. দৈর্ঘ্য ৩৮ সে. মি., প্রস্থ ২৩ সে. মি. (১৫ ইঞ্চি X ৯ ইঞ্চি)

২. দৈর্ঘ্য ২৫ সে. মি., প্রস্থ ১৫ সে. মি. (১০ ইঞ্চি X ৬ ইঞ্চি)

(৩) জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রার্থনা সংগীত

(১)

বাদশাহ্ তুমি দীন ও দুনিয়ার, হে পরওয়ার দেগার
সেজদা লওহে হাজার বার আমার, হে পরওয়ার দেগার।
চাঁদ, সুরুজ আর গ্রহ তারা, জ্বীন ইনসান আর ফেরেশতারা
দিন রজনী গাইছে তারা, মহিমা তোমার, হে পরওয়ার দেগার।
তোমার নূরের রৌশনী পরশী, উঁজ্জ্বল হয় যে রবী ও শশী,
রঙিন হয়ে উঠে বিকশী, ফুল সে বাগিচার, হে পরওয়ার দেগার।
বিশ্ব ভুবনে যাহা কিছু আছে, তোমারি কাছে করুনা যাঁচে
তোমারি মাঝে মরে ও বাঁচে জীবন ও সবার, হে পরওয়ার দেগার।

(২)

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী,
যতগুনগান হে চির মহান, তোমারই অন্তরযামী।
দ্যুলোকে ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া, তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাঁচি হে শকতি, তোমারই করুনাকামী।
অনন্ত অসীম .... ।
সরল সঠিক পূণ্য পন্থা, মোদেরে দাও গো বলি,
চালাও সে পথে যে পথে তোমার, প্রিয়জন গেছে চলি,
যে পথে তোমার চির অভিশাপ, যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ,
হে মহাচালক, মোদের কখনো করোনা সে পথগামী।।

(৩)

হে খোদা দয়াময়, রহমান রহিম
হে বিরাট হে মহান হে অনন্ত অসিম।।
নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি,
তুমি নিত্য ও সত্য পবিত্র অতি,

চির অন্ধকারে তুমি ধ্রুব জ্যোতি
তুমি সুন্দর মংগল মহামহিম।।

তুমি মুক্ত স্বাধীন বাধা বন্ধনহীন
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন
তুমি সৃজন পালন ধ্বংসকারী
তুমি অব্যয় অক্ষয় অনন্ত আদিম।

আমি গুনাহ্গার পথ অন্ধকার
জ্বালো নূরের আলো নয়নে আমার
আমি চাইনা বিচার রোজ হাশরের দিন।
চাই করুনা তোমারী ওগো হাকিম।

গোলাম মোস্তফা

ধর্মপালন

নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা।

স্কাউট প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশের মধ্যে প্রথম অংশটি হলো আল্লাহ্র (সৃষ্টি কর্তা) প্রতি কর্তব্য পালন। তাই স্কাউটরা সর্বপ্রথমেই তার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। স্কাউটরা নিজধর্মের রীতিনীতি মেনে এবং তা পালন করার মাধ্যমে আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন করে থাকে।

ইসলাম ধর্ম

নিজ নিজ ধর্মের মূল ভিত্তিগুলো সম্পর্কে বলতে পারা।

চিত্র ঃ মসজিদ

ইসলাম আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আল্লাহ্ প্রদত্ত এ জীবন বিধান যুগে যুগে নবী-রাসূলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। সর্বশেষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেন। এ জন্য কিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন দ্বীন বা ধর্ম ও নবী আসবেন না।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়াতে অন্যান্য ধর্মের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম মানে আত্ম উন্নয়ন করা, আনুগত্য করা, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য করাকেই ইসলাম বলে, আর অনুগত ব্যক্তিকে বলা হয় মুসলমান।

ইসলামের মৌলিক বিষয় ৫টি। যথা ঃ

১। কালেমা বা ঈমান বা বিশ্বাস-যাকে আকায়েদও বলা হয়। ২। নামায ৩। রোজা ৪। হজ্জ ও ৫। যাকাত

১। **ঈমান ঃ** ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা। যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হয়, তা হলো ঃ

- ❒ (ক) এক আল্লাহ্ এবং আল্লাহর ক্ষমতা ও গুণাবলী অনুযায়ী আল্লাহর উপর বিশ্বাস করা। (খ) আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ঘোষণা দেয়া।
- ❒ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহর রাসূল বা দূত হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তাঁকে মেনে চলার ঘোষণা দেয়া।

❒ পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করা।

❒ পরকালে অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে এবং ভাল-মন্দ কাজের বিচার ও ফলাফল অনুযায়ী বেহেশতে বা দোযখে পাঠানো হবে অন্তরে এই বিশ্বাস ধারণ করা।

১। **ঈমানের মূলকথা ঃ** মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া গ্রহ নক্ষত্র-পৃথিবী, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, পশুপাখি সবকিছু আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। গাছ-পালা, সাগর-নদী সবই আল্লাহর সৃষ্টি। বিশ্ব প্রকৃতি আল্লাহর নিয়ম মেনে চলে। আল্লাহর নিয়ম-নীতি মেনে চলাকে ইবাদত বলে। ইবাদতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহর বান্দা বা গোলাম। তাই মানুষকে জীবনের সব বিষয়ে এবং সব সময়ের জন্যই আল্লাহকে মেনে চলতে হবে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান মানুষকে সাহসী ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয়। অন্যায় ও অসত্যকে ঘৃণা ও প্রতিহত করতে উৎসাহিত করে।

২। **নামায ঃ** একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে যে কয়টি জরুরী কাজ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া অন্যতম। নামায পড়তে হলে শরীর, পোশাক এবং নামাযের স্থান পবিত্র হতে হয়।

নামায আমাদেরকে সৌন্দর্যবোধ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেয়। নামাযী ব্যক্তি ভাল ও সুন্দর কাজ করার এবং অন্যায়, অসুন্দর কাজে বাধা দেয়ার মানসিক শক্তি পায়। নামায শৃঙ্খলারও শিক্ষা দেয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয।

ফযরের নামায ঃ ভোরে সূর্য উঠার পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত দুই রাকাত ফরয মোট চার রাকাত নামায পড়তে হয়। শরীর ও কাজের উদ্যম সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফজরের নামায খুবই উপকারী।

যোহরের নামায ঃ দুপুরে সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়লে যোহরের নামাযের সময় হয়। যোহরের ওয়াক্তের নামায বারো রাকাত (চার রাকাত সুন্নত, চার রাকাত ফরয, দুই রাকাত সুন্নত, দুই রাকাত নফল)।

আসরের নামায ঃ যোহরের নামাযের পর বিকেলে সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামায পড়া যায়। আসরের নামায আট রাকাত (চার রাকাত সুন্নত, চার রাকাত ফরয)।

মাগরিবের নামায ঃ সূর্য ডোবার পর আকাশে লাল আভা থাকা পর্যন্ত মাগরিবের নামায পড়া যায়। মাগরিবের নামায সাত রাকাত (তিন রাকাত ফরয, দুই রাকাত সুন্নত, দুই রাকাত নফল)।

এশার নামায ঃ মাগরিবের নামায শেষ হওয়ার পর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত এশার নামায পড়া যায়। তবে মধ্য রাত্রির পূর্বে পড়াই উত্তম। এশার নামায পনের রাকাত (চার রাকাত সুন্নত, চার রাকাত ফরয, দুই রাকাত সুন্নত, দুই রাকাত নফল, তিন রাকাত বেতের)।
সকল নামাযের পূর্বে অযু করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে বা একত্রে মসজিদে আদায় করা উত্তম। জামাতের সাথে নামাজ আদায় করলে ৭০ গুন বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। উপরে যা বলা হলো, ততটুকু নামায ছোট-বড় সকলের জন্যই ফরয। বড়রা আরও বেশি করে নামায পড়েন। প্রত্যেক স্কাউটকে নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস করতে হবে।

জুম'আর নামায ঃ শুক্রবারে যোহরের নামাযের সময় মসজিদে মহল্লার সবাই একত্রিত হয়ে জামাতের সাথে দু' রাকাত নামায পড়তে হয়। নামাযের আগে ইমাম সাহেব খুতবা দেন। এ খুতবা শোনা জরুরী। জুম'আর নামাযের মাধ্যমে পাড়া-প্রতিবেশী সবার সাথে দেখা-সাক্ষাত ও খোঁজ খবর নেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একসাথে মসজিদে যাওয়া খুবই আনন্দের বিষয়।

৩) রোজা ঃ সুবে সাদেক থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত কোন কিছু খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকাকে রোজা বলে।

রোজার মূল লক্ষ্য শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি সঞ্চয় করা। মানুষকে ভাল ও উন্নত আচরণের অধিকারী হতে হলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ও সংযম অর্জন করা জরুরী। বছরে এক মাস রোজা পালন করতে হয়। যুবক বয়সে পৌছলে সবাইকে রোজা পালন করতে হয়। সাত বছর বয়স থেকে ছোটদেরও অভ্যাস করার জন্য কিছু কিছু রোজা পালন করা দরকার। শরীর ও মনের জন্য রোজা খুবই উপকারী।

শবে কদর ঃ রমযান মাসের শেষ দশরাতের মধ্যে যে কোন বেজোড় রাতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা। তবে ২৭ শে রমযানকে শবে কদর বলে অনেকে ধারণা করেন। এ রাতে কুরআন নাযিল শুরু হয়েছিল। এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এ জন্য এ রাতে আমরা ছোট-বড় সবাই মিলে রাত জেগে ইবাদত করে থাকি। সবাই একসাথে রাত জেগে ইবাদত করার মধ্যে অনেক আনন্দ রয়েছে। অনেক সময় শবে কদর ও শবে বরাত আমাদের মনে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করে।

জুমাতুল বিদা ঃ রমযান মাসের শেষ শুক্রবারকে জুমাতুল বিদা বলে। এদিন মুসমানগণ আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থনা করেন।

ঈদুল ফিতর ঃ একমাস রোযা রাখার পর মুসলমানদের জন্য ঈদুল ফিতর উৎসব আসে। ঈদ অর্থ খুশি। ছোট-বড়, গরীব-ধনী সকলের জন্য ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়াই ইসলামের শিক্ষা। এ দিনে ছোট-বড়, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়ে জামাতের সাথে ঈদুল ফিতরের দুই রাকাত নামায আদায় করতে হয়।

ঈদুল আযহা ঃ জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ত্যাগের মহিমাকে স্বরণ করে বিশ্ব ব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায় এ দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী করেন।

হজ্জ ঃ পবিত্র মক্কা নগরীতে আল্লাহর ঘর কা'বা অবস্থিত। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই (আঃ)-এ পবিত্র ঘরে আল্লাহর ইবাদত করেছেন। কা'বা ঘরের আশে-পাশে যমযম কূপ এবং এর মত কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। কয়েক কিলোমিটার দূরে মিনা ও আরাফাত নামক পাহাড়ী ময়দানে অনেক নবীর স্মৃতি রয়েছে।

যিলহজ্জ মাসের ৭ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এসব স্থানে নিয়ম অনুযায়ী ইবাদত করাকে হজ্জ বলা হয়।

শারীরিকভাবে সুস্থ নারী-পুরুষ, যাদের যাতায়াতের খরচ বহন করার মত সামর্থ্য আছে, তাদের জন্য হজ্জ করা ফরজ, মানব ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম সমাবেশ হচ্ছে পবিত্র হজ্জ। হজ্জের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও ভালবাসার পরিচয় ফুটে উঠে। হজ্জকে তাই বিশ্ব মুসলিমের মহামিলন মেলা বলা যায়।

৫. যাকাত ঃ মানুষের মধ্যে মেধা ও বুদ্ধির দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। কারো বুদ্ধি বেশি, কারো বা কম। শারীরিকভাবেও কেউ শক্তিশালী, আবার কেউবা দুর্বল। বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করার পরেও বিভিন্ন কারণে কেউ ধনী হয়, আবার কেউ থাকে গরীব। গরীবদের কল্যাণে ইসলাম ধনীদের জমানো অর্থের শতকরা আড়াই [২.৫% বা মোট অর্থের চল্লিশ ভাগের একভাগ ভাগ হিসেবে গরীবদের দিতে হয়। কমপক্ষে ৭.৫ ভরি স্বর্ণ এবং ৫২.৫ তোলা রূপা থাকলে এ সম্পত্তি সমূহের যাকাত দিতে হয়।

৬. ফেতরা ঃ সকল সামর্থবান ব্যক্তিকে ফেতরা দিতে হয়। যা সরকার কতৃর্ক প্রতি বছরের গম, গেজুর অথবা কিসমিসের দাম অনুসারে ১ কেজি ৭৫০ গ্রামের মূল্যের ভিত্তিতে নিধারণ করা হয়। প্রত্যেক ফেতরা প্রদানকারী নিজ সামর্থ্যের ভিত্তিতেই ফেতরা পরিশোধ করে। ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব নামাজ আদায়ের পূর্বে জন্ম গ্রহণকরা শিশু সহ সকলের ফেতরা পরিশোধ করতে হয়।

হিন্দু ধর্ম

চিত্র ঃ মন্দির

ধর্ম তত্ত্ব ঃ ধর্ম মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই ধর্ম মেনে চলা উচিত। হিন্দু ধর্ম কেউ প্রচার করেনি। এটি ইশ্বরের বাণী। প্রাচীন ঋষিদের নিকট এ বাণী প্রতিভাত হয়েছিল। ঋষিগণ গুরু শিষ্য পরম্পরায় এ বাণী মেনে চলতেন। কালক্রমে তা লিপিবদ্ধ হয়। যে গ্রন্থে ঈশ্বরের বাণী লিপিবদ্ধ হয় তার নাম বেদ। ঋকবেদে ঈশ্বর বলেছেন, একোহহম' অর্থাৎ আমি এক, সুতরাং অদ্বিতীয়। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। ঈশ্বরের বাণী ধর্ম মানার প্রথম শর্ত। ঈশ্বর আছেন-সর্বদা কায়মনোবাক্যে এ বিশ্বাস করতে হবে। ধর্ম হল সাক্ষাৎ অনুভব। কতকগুলো বিশ্বাস, কতকগুলো আচার ও কতকগুলো অনুষ্ঠান-এ অনুভবে সহায়ক হয়।

বিশ্বাস ঃ ঈশ্বর ধর্মের মূল। অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, তিনি অদ্বিতীয় ইত্যাদি বিশ্বাসই ধর্মের মূলে নিয়ে যায়।

আচার ঃ শুচিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি হলো আচার।

অনুষ্ঠান ঃ সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি। বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠান এ একদিকে বাদ দিলে ধর্ম রক্ষা পায় না।

ঈশ্বরবাদ ঃ বেদে বাগযজ্ঞের মন্ত্রাদি আছে। বেদে এই মন্ত্রটিও আছে- একোহত। আমি এক। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি জ্যোর্তিময় ও মহান। তিনি ব্রহ্ম; তিনি সর্বব্যাপী।

আত্মাঃ ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই আছেন। প্রাণীগণের মধ্যে তিনি আত্মারূপে। আত্মা নষ্ট করা যায় না। আত্মা নিরাকার; প্রাণীগণের শরীর আছে, কিন্তু তিনি শরীর নন। মানুষ মারা যায়, কিন্তু আত্মা মরে না। আত্মা অন্য শরীর ধারণ করে। আত্মাকে দেখা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়।

ঈশ্বর ঃ ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বলা হয়। শুধু তাই নয়, সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য- এই ছয়টি গুণ ঈশ্বরের আয়ত্ত বলে ঈশ্বরকে ভগবানও বলা হয়। ভক্তের জন্য ভগবান সাকার। তিনি রসময় ও আনন্দময়। তিনি সর্বশক্তিমান রূপ ধারণ করে তিনি ভক্তকে দেখা দেন ও লীলা করেন। সাধকগণ এক ঈশ্বরকে তিনভাগে উপলব্ধি করেন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরের রূপ নেই। তিনি নিরাকার।

ঈশ্বরের নাম

প্রথম ঃ ব্রহ্ম

দ্বিতীয় ঃ আত্মা

তৃতীয় ঃ ভগবান

ঈশ্বরে মাহাত্ম্যসূচক স্তবস্তোত্র ও প্রার্থনা ঃ

১। ন তস্য কার্যং ও কারণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চভ্যধিকঞ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

সরলার্থঃ ঈশ্বরের সমান বা বড় কেউ নেই। তার অনন্ত শক্তি। স্বাভাবিক শক্তির বলেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন।

২। ন তত্র সূর্য্য ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মনিগ্নঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি।

সরলার্থ ঃ সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র-তারকাও না। এইসব বিদ্যুৎও নয়, অগ্নির কথা আর কি? তিনি দপ্যিমান বলেই অপর সবার দীপ্তি [প্রকাশ] পাচ্ছে। তাঁর দীপ্তিতেই সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে।

৩।　তুমি নির্মল কর মঙ্গল-কর
মলিন মর্ম মুচায়ে,
তব্য পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর,
মোহ্-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূণ্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীরে আঁধারে।
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল গরল পাথরে।
প্রভু বিশ্ব বিপদহন্তা
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা;
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।

৪।　অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে।
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভর কর হে-
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে।
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, যুক্ত কর হে বন্ধু
সঞ্চার কর সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত্ত নিস্পন্দিত কর হে।
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে।

খ্রিষ্ট ধর্ম

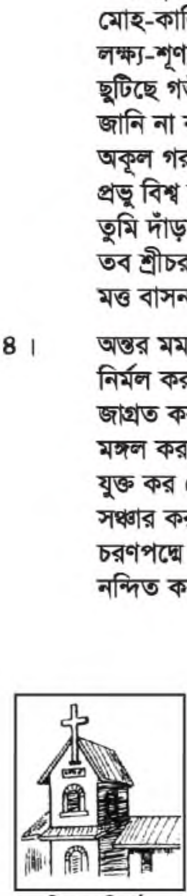
চিত্র ঃ গির্জা

খ্রিষ্ট ধর্ম ঃ পাপে পতিত মানবজাতির মুক্তির জন্য ঈশ্বর তার পুত্র যিশুখ্রিস্টকে এ জগতে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা পরিত্রাণ লাভের জন্য খ্রিস্টকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই বিশ্বাসে স্থির ও অবিচল থেকে তার অনুসারী হয়েছে তারা হলো খ্রিস্টান। আর যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা প্রচারিত ধর্মের নাম খ্রিস্টধর্ম।

খ্রিস্টের অনুসারী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ঃ খ্রিস্ট মানবীয় ও ঐশ্বরিক স্বভাব নিয়ে জন্ম নিয়েছেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা তার অনুসারী হয় এবং তার নির্দেশিত পথে চলে ও বাস্তব জীবনে তার শিক্ষা পালন করে চলে তারাই প্রকৃত খ্রিস্টান হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে বলা আছে ঃ

"অন্তরে যারা দীন, তারা ধন্য-স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
দুঃখে-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা-তারাই পাবে সান্ত্বনা।

বিনীয় কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা-প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।

ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্যে তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা-তারাই পরিতৃপ্ত হবে। দুয়ালু যারা, ধন্য তারা-তাদেরই দয়া করা হবে।

অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা-তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে। শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা-তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।

ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

আর ধন্য তোমরা, আমার জন্যে লোকে যখন তোমাদের অপমান করে, নির্যাতন করে, যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়। তখন আনন্দ ক'রো, উল্লাস কারো তোমরা, কারণ স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহা পুরস্কার। তোমাদের আগেকার প্রবক্তারাও তো ঠিক একই ভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন" [মথি ৫ঃ৩-১২ পদ]

পবিত্র বাইবেলে আরো উল্লেখ আছে ঃ যিশুর অনুসারীদের চালচলন আচার-ব্যবহার এবং প্রভুর বাণী প্রচারে উদ্যম ও উৎসাহ দেখে তাদেরকে আন্তিয়োখ নগরীতেই প্রথম খ্রিস্টান নামে অভিহিত করা হয়। [প্রেরিত ১১ঃ১৬]

প্রার্থনার ও উপবাসের প্রয়োজনীয়তা ঃ প্রার্থনা হলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ বা কথোপকথন। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ ও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। প্রার্থনা কেমন হওয়া উচিত এবং কেমন করে প্রার্থনা করতে হয় সে সম্বন্ধে প্রভু যিশু নিজেই আমাদের শিখিয়েছেন। উপবাস হলো ত্যাগ স্বীকার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির উপায়। এর দ্বারা আমরা অন্তরের পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের সানিধ্য লাভের উপায় খুঁজে তার প্রিয় সন্তান হয়ে উঠি। এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে যীশুর নির্দেশ সুস্পষ্ট।

প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা ঃ তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভন্ডদের মতো তা করো না। তারা যত সমাজগৃহে আর চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দাড়িয়েই প্রার্থনা করতে ভালবাসে, যাতে তারা সকলের নজরে পড়ে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরষ্কার তারা পেয়েই গেছে। যখন তুমি প্রার্থনা কর, তুমি বরং তখন তোমাদের নিজেই ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতাকেই ডাক, সেই গোপনেই থাকেন যিনি। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সব কিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরষ্কৃতই করবেন। প্রার্থনার সময় তোমরা বিধর্মীদের মতো অযথা বেশি কথা বলো না। কারণ তারা মনে করে যে, কথার জোরেই তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে। না, তাদের মত হয়ো না, কারণ তোমরা কিছু চাইবার আগেই তোমাদের পরম পিতা জানেন তোমাদের কী কী প্রয়োজন আছে। তাই তোমাদের এইভাবে প্রার্থনা করা উচিতঃ হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি মর্ত্যেও পূর্ন হোক। আজকের অন্ন আজই আমাদের দান কর। আমরা যেমন অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না, বরং সেই মহা অসত্যের হাত থেকে আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর। [মথি ৬ঃ৫-১৪ পদ]

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঃ মানব সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় রয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব তার নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষের দ্বারাই তিনি তার পরিকল্পনা পূর্ণ করেন। একমাত্র মানুষকেই তিনি বেছে নিয়েছেন সৃষ্টসহ সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করতে এবং নিজের ও অপরের কল্যাণে তা ব্যবহার করতে। মানুষকে এত মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করার আর একটি উদ্দেশ্য হলো সে যেন ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করে। সেজন্য মানুষ পেয়েছে একটি মর্যাদাপূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব।

অতএব, সর্বসত্তা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করা, তাকে জানা এবং তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বরের ভালবাসার উপলব্ধি ঃ যিশু তখন তাদের কাছে এসে বললেন- স্বর্গ ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে শিখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি" [মথি ২৮ঃ১৮-২০]। সাধু পল বলেন "তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমরা সর্বদাই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা পরমেশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাই; কারণ খ্রিষ্ট-যিশুর প্রতি তোমাদের যে কতখানি বিশ্বাস আর সকল ভক্তের প্রতি তোমাদের যে কতখানি ভালবাসা, সে কথা আমরা শুনেছি। স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে যা সঞ্চিত রয়েছে, তা পাবার আশাই তোমাদের এই বিশ্বাস ও ভালবাসাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই আশার বার্তা তোমরা আসলে সেই তখনই শুনতে পেয়েছিলে, যখন মঙ্গল সমাচারের সত্যময় বানী তোমাদের কাছে প্রথম এসেছিল। মঙ্গলসমাচার এখন সারা জগতে ফলশালী হয়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে ঠিক যেমনটি তোমাদের মধ্যেও সেই দিন থেকেই চলে এসেছে, যেদিন তোমরা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের কথা প্রথম শুনতে পেয়েছিলে এবং তার যথার্থ স্বরূপ বুঝতেও পেরেছিলে। তখন এই ব্যাপারে তোমাদের শিক্ষাগুরু খ্রিষ্টের এক বিশ্বস্ত সেবাকর্মী। তাঁরই কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি তোমারই অন্তরে স্বয়ং পবিত্র আত্মা কত গভীর ভালবাসাইনা জাগিয়ে তুলেছেন"। (কলসীয় ১ ঃ ১-৮)

জীবন সাক্ষ্য ঃ "তাই প্রভুর নামে আমি তোমাদের বলছি, জোর দিয়েই বলছি; তোমরা আর বিধর্মীদের মতো জীবন যাপন করো না- তারা শুধুমাত্র অসার ধ্যান-ধারণায় চালিত। তাদের মনটা তো অন্ধাকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে; তাদের মধ্যে এমনই অজ্ঞতা রয়েছে, তাদের হৃদয়টা এমনই কঠিন যে, তারা ঐশ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। তাদের বোধশক্তি লোপ পেয়েছে। উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে এমনই গা ভাগিয়েছে তারা যে, অশুচি যত কাজ করতে তারা সর্বদা লোলুপ হয়ে আছে। খ্রিস্টের শিষ্য হয়ে তোমরা তো সেইভাবে চলতে শেখোনি- অবশ্য তোমরা যদি সত্যই তাঁরই কথা শুনে থাক- যে সত্য যিশুতেই নিহিত, তাঁর সেই সত্যেরই মন্ত্রে যদি তোমরা দীক্ষিত হয়ে থাক। তোমরা তো এই শিক্ষাই পেয়েছ যে, তোমাদের আগেকার জীবনযাত্রা ছেড়ে দিতে হবে; জীর্ণ পোশাকের মতোই পরিত্যাগ করতে হবে তোমাদের সেই পুরনো মানুষটাকে, মোহময় কামনায় ক্ষয়িষ্ণু সেই মানুষটাকে। মনের নব প্রেরণায় নবীন হয়ে তোমাদের বরং পরে নিতে হবে সেই নতুন মানুষটিকে, যে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে ঐশ প্রতিরূপে, সত্যের প্রভাবে ধর্মিষ্ঠ ও পবিত্র এক সৃষ্টিরূপে।

"তাই বলছি, মিথ্যাকে বর্জন করে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথাই বল; কেন না পারস্পরিক সম্পর্কে আমরা তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই মতো। তোমরা ক্রুদ্ধ হলেও পাপ করো না যেন। দেখো, এমনটি যেন না হয় তোমরা রুষ্ট হয়েই আছ, এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। শয়তানকে কিছু করার সুযোগ তোমরা দিও না! চুরি করা যার স্বভাব, সে যেন চুরি না করে; সে বরং কাজ করুক, নিজের দু'টো হাত দিয়ে সে বরং ভাল কিছুই করুক, তাহলে সে তো তার নিজের থেকে অভাবী মানুষদেরও কিছু না কিছু ভাগ দিতে পারে। তোমাদের মুখ থেকে যেন কখনো কোন খারাপ কথাবার্তা না বেরোয় বরং মানুষের যা ভাল করতে পারে, প্রয়োজন মতো গঠনমূলক কোন কিছু করতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বলো, যাতে যারা শুনছে তাদের যেন কিছু উপকার হয়।

আর একটা কথা ঃ ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মা যিনি, তাঁকে তোমরা কখনো দুঃখ দিয়ো না। তোমাদের অন্তরে তিনি তো সে ঐশী যে মুদ্রাঙ্কনে তোমরা চিহ্নিত হয়েছ পূর্ণ মুক্তি লাভের সে দিনটির জন্যে। তোমারে মধ্যে কোন তিক্ততা, কোন রোষ-আক্রোশ রেখো না; কোন কটু কথা, কোন ক্রুদ্ধ চিৎকার, কোন রকম অনিষ্ট কামনা আর নয়। তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমল প্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রিষ্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন। (ইফসীয় ৪ ঃ ১৭-৩২)

"তোমাদের কথা মনে পড়লেই আমি আমার ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাই; আর সব সময়ে, তোমাদের সকলের জন্যে যখনই আমি তাকে ডাকি, তখনই সেই প্রার্থনায় আমি একটা আনন্দ অনুভব করি; কেননা মঙ্গলসমাচার প্রচারের কাছে তোমরা প্রথম দিন থেকে আজও পর্যন্ত আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেই আসছ। আর আমি তো এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, তোমাদের অন্তরে যিনি এই শুভ কাজটি শুরু করেছেন, তিনি নিজেই খ্রিষ্ট-যিশুর সেই মহা দিনটি পর্যন্ত তা করে গিয়ে সুসম্পন্ন করে তুলবেন।

তোমাদের সকলের সম্বন্ধে আমার এ ধরনের মনোভাব থাকাটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়; তোমরা তো সর্বদা আমার হৃদয় জুড়েই রয়েছ; কেননা আমি কারাগারেই পড়ে থাকি, কিংবা মঙ্গল সমাচারের সপক্ষে উঠে দাড়িয়ে তার সত্যতা প্রতিপন্নই করে থাকি, যে অবস্থাই থাক না কেন, তখন তোমরা সকলেই তো আমার সঙ্গে একই ঐশ অনুগ্রহের অংশীদার হয়ে থাক। পরমেশ্বর আমার সাক্ষী যে, তোমাদের আমি একান্তভাবেই কাছে পেতে চাই; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশুর স্নেহ নিয়েই তোমাদের কাছে পেতে চাই। আর আমি এই প্রার্থনাও করি যে, তোমাদের ভালবাসা যেন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠে আর সেই সঙ্গে তোমরা যেন সত্যিকার জ্ঞান ও পরিণত বোধশক্তিও লাভ করতে পার। যাতে তোমরা, যা কিছু শ্রেয়, তা যেন চিনে নিতে পার। তাতেই তোমরা অমলিন অনিন্দনীয় হয়ে খ্রিষ্টের সেই মহাদিনটির জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠবে; তোমাদের অন্তর ভরে থাকবে ধার্মিকতার সেই ফসলে, স্বয়ং যীশু খ্রিষ্টই যা ফলিয়ে তোলেন, যাতে বিরাজিত হয় পরমেশ্বরের মহিমা, ধ্বনিত হয় তাঁর স্তুতিবন্দনা"। [ফিলিপীয় ১ঃ৩-১১]

বৌদ্ধ ধর্ম

চিত্র ঃ প্যাগোডা

বন্দনা ও প্রার্থনা ঃ বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী, তাই বলে জ্ঞানী মাত্রই বুদ্ধ নন, কেবল তাকেই বুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয় যিনি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা-ত্রিলক্ষনযুক্ত জগতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন, যিনি দুঃখ সমুদয়, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ, দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ আর্য অষ্টঙ্গিক মার্গ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে প্রবুদ্ধ হয়েছেন এবং যিনি কামাদি রিপুনিচয় বা অরিসমূহকে জয় করে অরিন্দম হয়েছেন।

বিশেষ অর্থে আমরা বুদ্ধ বলতে শাক্যরাজ শুদ্ধোদন পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমকেই বুঝি যিনি ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধ হলেন এবং পরবর্তী ৪৫ বছর ধরে বিস্তীর্ণ এলাকা, পথে জনপদে, গ্রামে গঞ্জে তার সাধনার ফল ধর্ম প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে মল্লরাজ্যের অন্তর্গত কুশীনগরের যমক শালবৃক্ষের নিচে নির্বান লাভ করেন।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক। এই ধর্মগ্রন্থ তিনভাগেহ বিভক্ত। যথা ১. বিনয় পিটক, ২. সুত্র পিটক ৩. অভিধম্ম পিকট। যে কোন সমস্যার সমাধানে এই ধর্মীয় গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হয়।

ধর্মীয় উৎসব ও পার্বন ঃ উপোসথ, বর্ষাবাস, প্রবারণা, কঠিন চীবর দান, প্রবজ্যা ও শ্রমনের প্রবজ্যা, ভিক্ষু উপম্পদা। বৌদ্ধদের কাছে প্রত্যেক পুর্ণিমাই উৎসবের দিন, বিশেষত বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পুর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা দিবসে বৌদ্ধ নরনারীগণ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে।

বৌদ্ধরা তিনটি নিয়ম মেনে চলে। তাহলো সকালে পুষ্পপূজা, দুপুরে আহার পূজা, বিকেলে প্রদীপ পূজা। প্রাত্যহিক নিয়মে বৌদ্ধরা খুব ভোরবেলা মুখ হাত ধুয়ে পুষ্পপূজা করে। তারপর দুপুর ১২টার মধ্যে নিজের আহার গ্রহণের আগে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আহার পূজা ও বিকেলে প্রদীপ পূজা করে থাকে। এই তিনটি পূজা দেওয়ার সময় সাধারণত ঃ ত্রিরত্ন বন্দনা করে থাকে।

১. বুদ্ধ বন্দনা ঃ

বুদ্ধ সুসুদ্ধো করুণা মহন্নবো
যো চ্চন্ত সুমুদ্ধবর এগন লোচনো,
লোকস্স পাপুপকিলোস সাতকো

বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেন তাং।

এর তাৎপর্য হলো যিনি বুদ্ধ সুশুদ্ধ করুণা, মহার্ণব ও অত্যন্ত শুদ্ধবর জ্ঞানলোচন এবং যিনি লোকের পার ও উপক্লেশ মাতক, আমি সেই বুদ্ধকে সাদরে বন্দনা করছি।

২. ধর্ম বন্দনা ঃ

ধম্মো পদীপো বিয় তস্স সুথুনো
যোগ সগগপাকামত ভেদ ভিন্নকো,
লোকুওরো যো-চ তদথ দীপনো।
বন্দামি ধম্মং আহমাদরেন তং।

অনুবাদ ঃ সেই জগদ্‌গুরু ভগবান শাস্তা বুদ্ধের যেই ধর্ম্ম প্রদীপবৎ মার্গ ফল, অমৃতভেদ নির্দেশক, যে ধর্ম পরমার্থ সত্য প্রকাশক, ও ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ আমি সেই ধর্মকে সাদরে বন্দনা করছি।

কঠিন চীবর দান ঃ প্রতিবছর সমস্ত থেরবাদী দেশ সমূহে এ উৎসবটি সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস দানক্রিয়া উদ্‌যাপনের সময়। অন্যান্য দানের সাথে এর পার্থক্য এই যে, এ দানক্রিয়া একই বিহারে বছরে একবার মাত্র করা যায়। বছরের অন্যান্য সময় এটা করা যায় না। যে বিহারের কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস করেননি সে বিহারে কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপিত হতে পারে না।

যেদিন কঠিন চীবর দেয়া হবে সেদিন অরুণোদয় থেকে পর দিবসের অরুণোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাপড়বুনা, বস্ত্র কর্তন, সেলাই, রঙ করা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কার্য একই দিনে সম্পন্ন করতে হয় বলে একে কঠিন চীবর বলা হয়।

কথিত আছে একদা ষড়ভিজ্ঞালাভী পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষু সঙ্গে করে ভগবান বুদ্ধ আকাশ মার্গে হিমালয়ের অনোবততপ্ত হ্রদে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি ঐ সরোবরে সহস্রদল বিশিষ্ট পদ্মোপরি স্থিত হয়ে নাগিত স্থবিরকে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করার জন্য আদেশ করেন। নিম্নে কঠিন চীবর দানের ফলে জন্মজন্মান্তরে বহু সুখ উপভোগের বিবরণে নাগিত স্থবির বলেন-

১. আজ থেকে ত্রিশ কল্প পূর্বে গুণোত্তমক সংঘকে কঠিন চীবর দান করে এযাবৎ কোন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিনি।

২. আমি আঠার কল্প দেবলোকে দিব্যসুখ উপভোগ করেছি। চৌত্রিশ বার দেব রাজা ইন্দ্র হয়ে দেবলোক শাসন করেছি।

৩. আমি মধ্যে মধ্যে রাজচক্রবর্তী সুখ লাভ করেছি। যেখানেই জন্মগ্রহণ করেছি সেখানেই সর্ব-সম্পদের অধিকারী হয়েছি। কোথাও আমার ভোগ সম্পদের অভাব হয়নি। কঠিন চীবর দানের এটাই ফল।

৪. আমি সহস্রবার ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্ম হয়েছি, কোন সময় মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করলেও মহাপ্রভাবশালী ধনী গৃহে জন্মলাভ করেছি।

স্কাউট দক্ষতা

দড়ির কাজ

সদস্য ব্যাজের জন্য চারটি গেরো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন হলেও দড়ির প্রকারভেদ, দড়ির যত্ন, দড়ি রাখার নিয়ম, দড়ির মুখ বাঁধা ইত্যাদি জানা অপরিহার্য। তাই চারটি গেরো আলোচনার আগেই দড়ির বিভিন্ন বিষয় সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

(ক) দড়ির প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা ও যত্ন সহকারে দড়ি গুছিয়ে রাখতে পারা ঃ

দড়ি কি ঃ হাজার বছর ধরে মানুষ দড়ির কাজ ও গেরো ব্যবহার করে আসছে। এই প্রযুক্তির যুগেও গেরোর ব্যবহার থেকে থাকেনি। মাছ ধরা, নৌ-চালনা, পর্বতারোহের মতো খেলাধুলা থেকে শুরু করে উদ্ধারকার্য, আগুন নেভানো, অস্ত্রোপাচারের মতো জীবনরক্ষাকারী কাজে গেরোর ব্যবহার অস্বীকার্য।

দড়ির প্রকার ভেদ ঃ

লেইড রোপ (Laid Ropes) বা (Twisted Rope) -

প্যাচানো দড়ি ঃ প্যাচানো দড়ি সাধারণত তিনটি সূতা/তন্তু দিয়ে তৈরি হয়, যা বাম থেকে ডানে প্যাচানো থাকে। প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে এ দড়ি তৈরি হলেও বর্তমানে এ দড়ি তৈরিতে কৃত্রিম উপাদানের ব্যবহারও দেওয়া যায়।

ব্রেইডেড রোপ (Braidded Rope)-

বিনুনি করা দড়ি ঃ এ ধরণের দড়ির ভেতরকার অংশ শক্ত কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি হয় এবং উপরের অংশে বেনী করা খাপ দিয়ে ঢাকা থাকে।

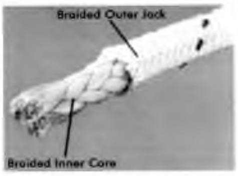

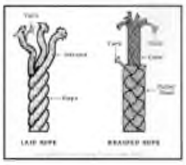

এ ছাড়াও তৈরির উপাদান হিসেবে দড়িকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-

প্রাকৃতিক দড়ি (Natural Rope) ঃ যা পাট, শন, নারিকেলের ছোবড়া, ম্যানিলা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়। প্রাকৃতিক দড়ি সাধারণত সস্তা হয়।

কৃত্রিম দড়ি (Synthetyic Rope) ঃ নানা বস্তুর মিশ্রণে তৈরি হয় কৃত্রিম দড়ি, যা দীর্ঘ স্থায়ী, শক্ত ও মজবুত হয়। এ ধরণের দড়ির দাম অপেক্ষাকৃত বেশী।

তারের দড়ি (Wired Rope) ঃ ধাতব পদার্থকে তারের মতো পেঁচিয়ে তৈরি হয় তারের দড়ি। ব্রীজ, লিফট এবং বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরিতে তারের দড়ি ব্যবহৃত হয়। স্কাউটরা সাধারণত এ ধরণের দড়ি ব্যবহার করে না।

দড়ির যত্ন ঃ নানা কাজে স্কাউটরা দড়ি ব্যবহার করে থাকে। কোন কাজে দড়ি ব্যবহারের পর অনেক সময় দড়িতে নানা প্রকার কাদা, মাটি, শ্যাওলা বা ময়লা লেগে থাকতে দেখা যায়। এতে করে দড়ি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। দড়ি ব্যবহারের পরে ভালভাবে পরিস্কার করে রাখতে হয়। যদি ভেজা থাকে তবে রোদে শুকিয়ে রাখতে হবে। কোন দড়িটি কতটুকু লম্বা তা একটি কার্ডে লিখে ঐ দড়িতে বেঁধে রাখলে প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট মাপের দড়িটি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। দড়ি সাধারণত পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো হয় এবং কিছুদিন পরপর দড়ি ঝেড়ে মুছে প্রয়োজনে রোদে শুকিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে ইঁদুর, উইপোকা অথবা অন্য কোন কীট-পতঙ্গ দড়ি নষ্ট করে ফেলতে পারে।

দড়ি গুছিয়ে রাখার নিয়ম ঃ

১. দড়ির একটি প্রান্ত বাম হাতে ধরে ডান হাত প্রসারিত করে ডান হাতে দড়ির এক অংশ ধরতে হবে। এবার ডান হাতে ধরা দড়িকে আগে বাম হাতে ধরা দড়ির উপর রাখতে হবে। এতে করে হাতে প্রায় দু'হাতের সমান বৃত্ত হবে। এভাবে সমস্ত দড়ি বাম হাতে রেখে সর্বশেষ প্যাচটি ডান হাতে রেখে বাম হাতের প্যাঁচগুলোর ওপরের দিকে একবার ঘুরিয়ে পেছনের দিক থেকে বাম হাতের ফাঁকের ভিতর দিয়ে টেনে আনতে হবে। এবার যে বৃত্তটি তৈরি হলো তা কোন ঝুলন্ত বাঁশ অথবা হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

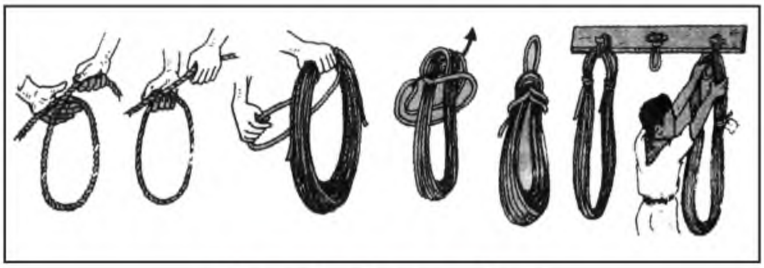

চিত্র ঃ দড়ি গুটিয়ে রাখার নিয়ম

২. যদি দড়ি মোটা হয় তাহলে দড়ির এক প্রান্ত মাটিতে ফেলে একটি বৃত্ত তৈরি করতে হবে। এবার একই বৃত্তের চারদিকে ঘুরিয়ে একের পর এক বৃত্ত তৈরি করতে হবে। যেখানে শেষ হবে ঐ প্রান্তটি অন্য আরেকটি চিকন রশির সাহায্যে বেঁধে রাখতে হবে। যদি ঢিলে হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবে বৃত্তের তিন বা চারটি স্থানে চিকন দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়ি সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

দড়ির বিভিন্ন অংশ ঃ একটি দড়ির দুটি প্রান্ত থাকে। যে প্রান্তের সাহায্যে কাজ করা হয় তাকে চলমান প্রান্ত বলে। যে প্রান্ত ব্যবহার করা হয় না তাকে স্থির প্রান্ত বলে।

বাইট ঃ দড়ির কোথাও যদি অর্ধবৃত্ত অথবা সোজা চলতে চলতে কোথাও বাকা হয়ে যায় অথবা যদি দড়ির এক প্রান্তকে দড়ির অপর অংশের পাশাপাশি রেখে প্রান্তে যদি লুপের মত তৈরি করা হয় তখন তাকে বাইট বলে।

টার্ন ঃ কোন দড়ি দিয়ে কোন খুঁটিতে যদি একটি প্যাঁচ দেয়া হয় তখন তাকে টার্ন বলে। টার্ন দেয়ার সময় দড়ির চলমান অংশ এবং স্থির অংশ পরস্পর একত্রে মিলিত হবে না।

চিত্র ঃ টার্ন

রাউন্ড ঃ কোন দড়ি দিয়ে কোন খুঁটিতে একটি পূর্ণ প্যাঁচ দেয়া হয় তাহলে দড়ির চলমান অংশ এবং স্থির অংশ একত্রে পরস্পরের সাথে মিলিত হবে। তখন তাকে রাউন্ড বলে।

চিত্র ঃ রাউন্ড

রাউন্ড টার্ন ঃ কোন খুঁটিতে যদি দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে একবার রাউন্ড এবং একবার টার্ন দেয়া হয় তখন তাকে রাউন্ড টার্ন বলে।

চিত্র ঃ রাউন্ড টার্ন

লুপ ঃ দড়ির এক প্রান্তকে মূল দড়ির উপর রাখলে তা হবে লুপ। লুপ তৈরির সময় দড়ির চলমান অংশ দড়ির স্থির অংশের উপর অথবা নিচে থাকতে পারে। অনেক গেরো আছে যা বাঁধার আগে লুপ তৈরি করে লুপের গেরো বাঁধতে হয়।

চিত্র ঃ লুপ

(খ) হুইপিং (Whipping) বা দড়ির মুখ বাঁধা ঃ মুখ খুলে গিয়ে তন্তু ছড়িয়ে পড়ে দড়ি যাতে কাজের উপযোগিতা না হারায় সে জন্য দড়ির মুখকে কোন সরু সুতা দিয়ে বেঁধে রাখার নাম হুইপিং বা মুখবন্ধ বলে। স্কাউটিংয়ে আমরা নিম্নলিখিত তিন ধরনের হুইপিং ব্যবহার করে থাকি। যথা ১. কমন হুইপিং (Common Whipping) ২. ওয়েস্ট কাউন্ট্রি হুইপিং (West Country Whipping) ও ৩. সেইল মেকার্স হুইপিং (Sail Makers Whipping)।

নিম্নে স্কাউটিংয়ে আমরা যেসব হুইপিং ব্যবহার করে থাকি তার মধ্যে সাধারণ হুইপিং বাঁধার কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো।

(১) **কমন হুইপিং** (Common Whipping) যে দড়ির মুখ বাঁধতে হবে সে দড়ির সাথে ৪০ সে. মি. একটি লম্বা সুতার এক প্রান্তে একটি 'বাইট' তৈরি করে বাইটের অংশটি দড়ির মাথার কিছুটা উপরে দু'টি প্রান্তকে (এই দু'টি প্রান্তের একটি বেশ বড় এবং অপরটি ছোট থাকবে) দড়ির নিচে স্থির প্রান্তের উপর চাপ দিয়ে ধরতে হবে (ক-চিত্র অনুযায়ী)। সুতোর বড় অংশ দিয়ে ঐ সুতোর ছোট প্রান্ত সহ মূল দড়িকে নিচের দিক থেকে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে উপরের দিকে যেতে হবে (খ-চিত্র অনুযায়ী)

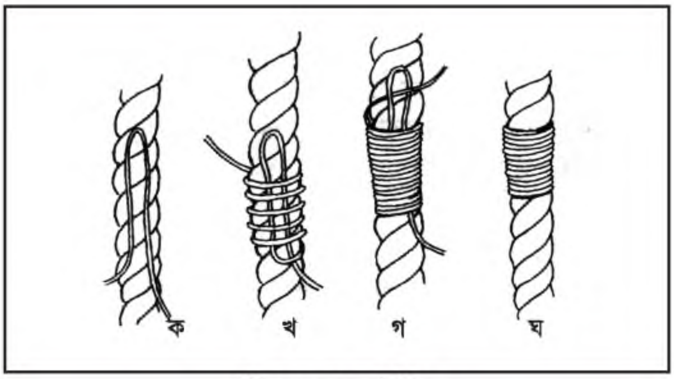

চিত্র ঃ কমন হুইপিং

সুতো দিয়ে মূল দড়িকে প্যাঁচানো শেষ হলে দড়ির প্রান্তকে বাইটের যে অংশ মূল দড়ির শেষ প্রান্তে ছিল তার মধ্যে ঢুকিয়ে সুতোর যে অংশ মূল দড়ির নিচে স্থির অংশের উপর আছে তাকে ধরে টান দিতে হবে (গ-চিত্র অনুযায়ী)।

এভাবে টানলে বাইটের যে অংশ মূল দড়ির শেষ প্রান্তে ছিল তা প্যাঁচানো সূতার ভিতরে চলে যাবে। হুইপিং দেয়া শেষ হলে সুতোর যে অংশ বাইরে আছে তা এবং মূল দড়ির প্রান্ত ভাগে যে তন্তুগুলো বাইরে আছে যেগুলো সুন্দরভাবে ধারাল কাচি বা চাকু বা ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হবে।

(গ) নিচের গেরোগুলো বাঁধতে পারা ও তাদের ব্যবহার জানা ঃ

সদস্য ব্যাজ অর্জনের জন্য যে চারটি গেরো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে ঃ

(১) ওভার হ্যান্ড বা থাম্ব নট (Over Hand or Thumb Knot) ঃ দড়ির এক প্রান্তে একটি লুপ তৈরি করে স্থির প্রান্তটির নিচে এবং চলমান প্রান্তটি উপরে রাখতে হবে। চলমান প্রান্তটি লুপের নিচের দিক থেকে ভিতর দিয়ে উপরে টেনে আনলে সেটাই হবে ওভার হ্যান্ড বা থাম্ব নট। দড়ির শেষ প্রান্তে সাধারণত এ গেরো ব্যবহার করা হয়।

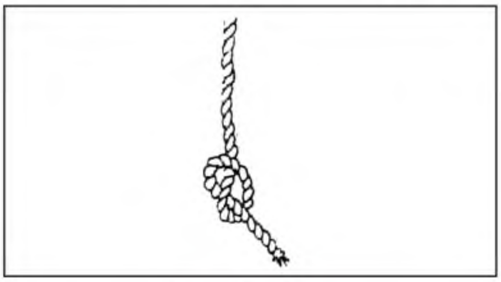

চিত্রঃ থাম্ব নট

২. রীফ নট (REEF KNOT) বা ডাক্তারী গেরো ঃ দুটি সমান মোটা দড়ির মাথা একটি ডান হাতে ও অপরটি বাম হাতে ধরে ডান হাতের দড়ির মাথার কাছে খানিক অংশ বাম হাতের দড়ির মাথার দিকে পাশাপশি ধরে একটি প্যাচ দিতে হবে। দড়ির একটি অংশকে সেই অংশের মূল দড়ির পাশে রেখে অপর অংশটি দিয়ে থামের অংশের সাথে প্যাঁচ দিতে হবে। আস্তে আস্তে টেনে গেরো শক্ত করতে হবে। এইভাবে রীফ নট বা ডাক্তারী গেরো বাঁধতে হয়। রীফনট বা ডাক্তারী গেরো সাধারনত সমান মোটা দু'টি দড়ি জোড়া দিতে, প্যাকেট বা ব্যান্ডেজ বাঁধতে ব্যবহার করা হয়।

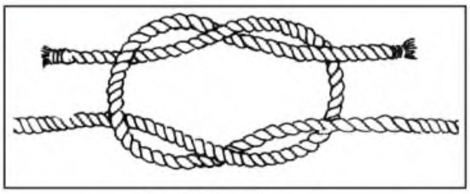

চিত্র ঃ রীফ নট

৩. বোলাইন (BOWLINE) বা জীবন রক্ষা গেরো ঃ দড়ির এক প্রান্তকে ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে। বাম হাতের তালুকে উপরের দিকে রেখে দড়িকে বাম হাতের তালুর ওপর রাখতে হবে। দড়ির যে অংশে লুপ তৈরি করতে হবে সে পরিমাণ দড়িকে নিজের শরীরে দিকে টেনে আনতে হবে।

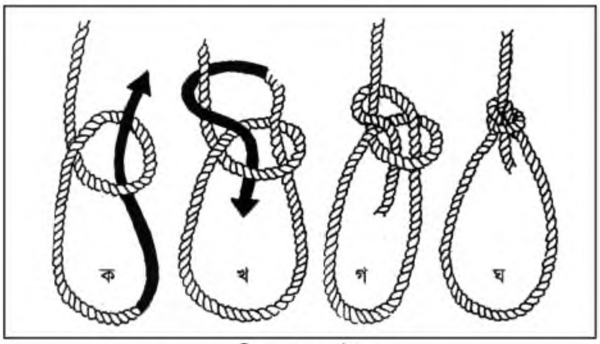

চিত্র ঃ বোলাইন

শরীরের দিকে দড়ির যে অংশ আছে সেটি দড়ির চলমান অংশ। এখন দড়ির চলমান অংশ (যা তোমার শরীরের দিকে আছে) দিয়ে হাতের তালুর ওপর এমন ভাবে একটি লুপ তৈরী করতে হবে যেন লুপ তৈরির পর দড়ির চলমান অংশ দড়ির স্থির অংশের উপরে থাকে (ক চিত্র অনুযায়ী)। এভাবে তৈরি লুপকে বাম হাতের মধ্যমা এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে ধরতে হবে। বাম হাতের তর্জনী শরীরের সামনের দিকে বাড়িয়ে দড়ির স্থির অংশকে তর্জনীর উপর রাখতে হবে। দড়ির চলমান প্রান্তটি লুপের নিচ থেকে উপরের দিকে উঠিয়ে দড়ির চলমান প্রান্তকে দড়ির স্থির অংশের নিচ দিয়ে সরাসরি আবার লুপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে (খ চিত্র অনুযায়ী)। এখন লুপের মধ্যে দড়ির চলমান যে দু'টি অংশ আছে সে দু'টি অংশকে ডান হাতে ধরে দড়ির স্থির অংশ বাম হাতে ধরে টানলে তা বোলাইন বা জীবন রক্ষা গেরো হয়ে যাবে। এইভাবে বোলাইন বা জীবন রক্ষা গেরো বাধতে হয় (ঘ চিত্র অনুযায়ী)। জীবন্ত কোন লোককে উদ্ধারের জন্য যেমন উপর থেকে নিচে নামাবার বা নিচ থেকে উপরে তোলার জন্য বোলাইন বা জীবন রক্ষা গেরো ব্যবহার করা হয়। পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তিকে তুলতে এবং আগুন লাগা ঘর থেকে কোন অজ্ঞান ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য এ গেরো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪. ক্লোভ হিচ (CLOVE HITCH) বা বঁড়শী গেরো ঃ দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে খুঁটিতে একটি পূর্ণ প্যাঁচ দিতে হবে। এই প্যাঁচ দেয়ার ফলে দড়ির স্থির অংশ দড়ির চলমান

অংশের নিচে অথবা উপরে থাকতে পারে। যদি দড়ির স্থির অংশ চলমান অংশের নিচে থাকে, তাহলে দড়ির চলমান অংশকে আগের তৈরি প্যাঁচের নিচ দিয়ে খুঁটিতে ঘুরিয়ে এনে দড়ির স্থির অংশের নিচ দিয়ে দ্বিতীয়বারে তৈরি প্যাঁচের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। দড়ির দু'প্রান্তকে টেনে হিচকে শক্ত করে দিতে হবে। এভাবে ক্লোভ হিচ বা বঁড়শী গেরো বাঁধতে হয়।

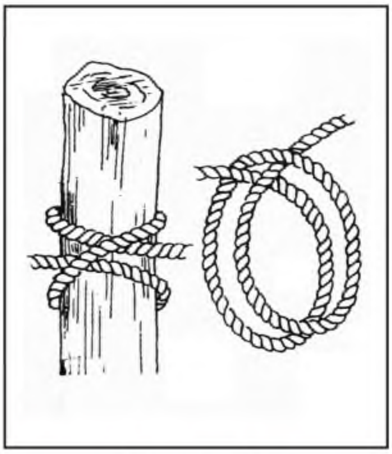

চিত্র ঃ ক্লোভ হিচ

কোন দড়ির এক প্রান্তকে কোন খুঁটিতে বা পোলে বাঁধার জন্য এবং একমাত্র ডায়গোনাল ল্যাশিং ছাড়া সব ল্যাশিং শুরু ও শেষ করতে ক্লোভহিচ ব্যবহার করা হয়। সুতার মাথায় বড়শী বাঁধতেও এই হিচ ব্যবহার করা হয়।

উপদলীয় কার্যাবলী

উপদলের সদস্যদের ও ইউনিট লিডারের নাম জানা ঃ

স্কাউটদের সকল কাজ উপদল পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতিতে ছয় থেকে আট জন স্কাউট নিয়ে এক একটি উপদল গঠিত হয়। প্রতিটি উপদলে একজন উপদল নেতা থাকে এবং একজন সহকারী উপদল নেতা থাকে। উপদলের অন্যান্য সদস্যদেরও বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে। প্রত্যেক উপদলের আলাদা নাম, চিহ্ন, পরিচয়ের সুবিধার জন্য সবার নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিচিতি মনে রাখতে হয়। দু'থেকে চারটি উপদল নিয়ে একটি ইউনিট বা দল গঠিত হয় এবং এই দলের একজন বয়স্ক নেতা থাকেন যাকে স্কাউট লিডার বলা হয়।

তোমাদের কর্তব্য হলো তোমার উপদলের সদস্যদের এবং স্কাউট লিডারের নাম ও ঠিকানা জানা এবং সবার বসবাসস্থানকে চেনা। মনে রাখার সুবিধার জন্য তোমার ডায়েরি বা নোটবুকে উপদলের সবার নাম ঠিকানা লিখে রাখতে পারো।

উপদলীয় ডাক দিতে পারা, চিহ্ন প্রদর্শন করতে পারা ঃ

তুমি যে, উপদলে অবস্থান করছ সেই নিজ নিজ উপদলের ডাক দেওয়া জানতে হবে এবং উপদলের চিহ্ন প্রদর্শন করতে হবে।

যেমন ঃ

কাক উপদল ঃ ডাক --- কা কা কা কা

চিহ্ন

কোকিল উপদল ঃ ডাক --- কুহু কুহু

চিহ্ন

কবুতর উপদল ঃ ডাক --- বাক বাকুম

চিহ্ন

ময়ূর উপদল ঃ ডাক --- কেকা

চিহ্ন

নোট ঃ যদি প্রাণীর নাম দেওয়া হয় তাহলে প্রাণীর ডাক ও চিহ্ন প্রদর্শন করতে হবে।

উপদলীয় ও দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা ঃ

উপদলের সদস্যগন নিজ নিজ উপদল ও দলীয় কার্যক্রমে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরন করে অংশগ্রহণ করতে পারে।

যেমন-

* ট্রুপ মিটিং এ অংশগ্রহণ করা।
* ডেন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করা।
* ক্যাম্প/তাঁবুবাসে অংশ গ্রহণ করা।
* বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করা।
* বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।
* বার্ষিক মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠান বা স্কাউটস ওন এ অংশগ্রহণ করা।
* হাইকিং/ভ্রমনে অংশগ্রহণ করা।
* বনকলা বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষনে অংশগ্রহণ করা।
* পাইওনিয়ারিং এ অংশগ্রহণ করা।
* মার্চ পাস্ট-এ অংশগ্রহণ করা।
* সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

সংকেত

বাঁশির সংকেত ঃ

১। ————	একটি দীর্ঘ ধ্বনী চুপকর/সোজা হও/পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হও।
২। ---------------	অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বনী- সকলে একত্রিত হও/কাছে আসো
৩। - - - ———	তিনটি ক্ষুদ্র এবং একটি দীর্ঘ ধ্বনী- উপদল নেতাকে ডাকা হচ্ছে/উপদল নেতা কাছে এসো
৪। - - ————	দুটি ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘধ্বনী- সিনিয়র উপদল নেতাকে ডাকা হচ্ছে। সিনিয়র উপদল কাছে এসো
৫। - ————	একটি ক্ষুদ্র ধ্বনি অতপরঃ দীর্ঘ ধ্বনি- নেতা/সেবক উপদল নেতা এসো।
৬। — —— — ——	একটি ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ এভাবে কয়েকবার- সংকেত দাতা বিপদ গ্রস্থ সাহায্যের প্রয়োজন।
৭। —— ——	পর্যায়ক্রমে প্রলম্বিত ধীর আওয়াজ সংকেত- বিপদ সংকেত, দূরে সরে যাও, লুকিয়ে পরো।

হস্ত সংকেত ঃ

কলামে দাঁড়াও

লাইনে দাঁড়াও

ওপন স্কোয়ারে দাঁড়াও

অশ্বাখুরাকৃতিভাবে দাঁড়াও

দৌড়ে কাছে আসো

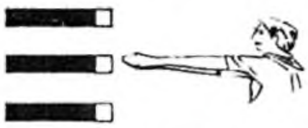
ফাইলে দাঁড়াও

ক. হাত মাথার উপর তুলে হাতের তালুকে মাথার সামনে পেছনে দ্রুত সঞ্চালন ঃ ছত্রভঙ্গ

খ. মাথার উপরে হাত তুলে হাতের তালু খোলা অবস্থায় রাখা ঃ থামো ।

গ. মাথার উপরে হাত তুলে তালু খোলা রেখে আঙ্গুলগুলো কয়েকবার দ্রুত ভাজ করে তালুর উপর রাখা এবং আবার আঙ্গুলগুলো সোজা করাঃ আমার দিকে আসো ।

ঘ. হাত মুষ্টিবদ্ধ রেখে হাতকে মাটির দিকে এবং উপরে ক্রমান্বয়ে উঠানো ও নামানোঃ দ্রুত চল, দৌড় দাও ।

ঙ. দুই হাতকেই সামনের দিকে রেখে সঞ্চালন করা ঃ অশ্ব খুরাকৃতিতে (HORSE SHOE) দাঁড়াও ।

চ. হাতের তালুকে খোলা রেখে একটা হাত মাথার ওপর রাখা ঃ অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াও ।

ছ. হাতের তালু খোলা দু' হাতের আঙ্গুলগুলোকে মাথার উপর রাখা ঃ বৃত্তাকারে দাঁড়াও ।

জ. দুই হাতকে শরীরের দুই পাশে কাঁধ বরাবর রাখা ঃ একই লাইনে দাঁড়াও ।

ঝ. দুই হাতকে শরীরে দুই পাশের কাঁধ বরাবর তুলে এক হাতকে একটু নিচু এবং অপর হাতকে একটু উপরে রাখা ঃ যে হাত নিচে আছে সেই দিকে ছোটরা এবং যে হাত উঁচুতে আছে সেই দিকে বড়রা দাঁড়াও ।

জীবন শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা

বাড়ির কাজ ঃ

ক) বাড়ীতে ভালো কাজ করা । প্রতিটি স্কাউটের কর্তব্য হলো বাড়ির সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং ভাল কাজ করা । বাড়িঘর পরিস্কার রাখা এবং পিতা মাতাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা । যে ধরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা যায় ।

যেমন ঃ কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, রান্নার কাজে সাহায্য করা, ঘর গোছানো, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে সাহায্য করা, হাড়ি পাতিল ধোয়া, চুলার আগুন জ্বালানো, মাছ-মাংস কেটে দেয়া, চাল বেছে দেয়া, ভাতের মাড় গাড়িয়ে দেয়া, তরকারির মাচান লাগিয়ে দেয়া, মেঝে ঝেড়ে দেয়াসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণ ।

- ☐ বাবাকে সাহায্য করা ।
- ☐ চিঠি পোস্ট করে দেয়া ।
- ☐ দোকান থেকে জিনিস কিনে এনে দেয়া ।
- ☐ বাজার করে দেয়া ।
- ☐ বাড়ির টেলিফোন, ইলেকট্রিক বিল ও ট্যাক্সের অর্থ জমা দেয়া ।
- ☐ বাড়ির অন্যান্য কাজে বাবাকে সাহায্য করা ইত্যাদি ।

তোমাকে আরো যে সব কাজ করতে হবে, তা হলো ঃ

- ☐ নিজের বিছানা নিজে গোছানো ।
- ☐ নিজের টেবিল ও বই-পুস্তক গোছানো ।
- ☐ নিজের খাবার প্লেট নিজে ধোয়া ও ছোটদের পড়াশুনায় সাহায্য করা ।
- ☐ বাথরুম পরিস্কার রাখা ।
- ☐ নিজের কাপড় নিজে ধোয়া এবং নিজেই কাপড় ইস্ত্রি করা ।
- ☐ নিয়মিত নামাজ পড়া ।
- ☐ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ।

এই বিষয়টি উত্তীর্ণ হবার জন্য তোমার পিতা-মাতাকে সাহায্য করেছো, এরকম একটি সার্টিফিকেট বাবা মা এর নিকট থেকে অর্জন করতে হবে।

এটাও মনে রাখতে হবে যে, বাড়ির বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা বাড়িতে ভালো কাজ করার অন্যতম উপায়।

খ) ছোট ভাই বোনদের পড়ালেখায় সাহায্য করা।

গ) বাড়ির কেনাকাটায় সাহায্য করা।

ঘ) বড়দের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করা।

তথ্যানুসন্ধ্যান

নিজ নিজ ইউনিট লিডার-এর সহায়তায় স্থানীয় হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, ফায়ার সার্ভিস, থানা ইত্যাদি জরুরী টেলিফোন নম্বর জানা এবং যেকোন সময়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা এ ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান স্থলের নিকটবর্তী সকল প্রকার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অবস্থান এবং যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে। নিম্নের তালিকার মাধ্যমে একটি ধারণা প্রদান করা হল ঃ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ৮৬২৬৮১২-৯

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ৮৬১২৫৫-০৪, ৮৬১৮৬৫২-৯, ৯৬৬১০৫১-৬৫

স্যার সলিমূল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল ৭৩১৯০০২-৬,৭৩১৯৯৩৫, ৭৩১০০৬১-৬৪

ঢাকা শিশু হাসপাতাল ৯১১৯১১৯, ৮১১৬০৬১-২

জাতীয় চক্ষুরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ৮১১৪৮০৭

জাতীয়হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ৯১২২৫৬০-৭২

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট হাসপাতাল ৯১১৮১৭১

বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ৮৮১৬২৬৮-৭২, ৯৮৯৯৪২২-৩

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ৯১৩০৮০০, ৯১২২৫৬০-৭৮

জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ৯১২৩৭২২

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৯৮৮০২৬৯

বারডেম হাসপাতাল ৯৬৬১৫৫১-৬০, ৮৬১৬৬৪১-৫০

ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ৯৬৭১১৪১-৩, ৯৬৭১১৪৫-৭

ঢাকান্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ৭১১৩৪৬৯, ৭১১৭৩০০

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ওপূনর্বাসন প্রতিষ্ঠান ৯১১৪০৭৫, ৮৮৬০৫২৩-৩২

ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল ৯১১৯৩১৫, ৮১১২৮৫৬

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৮০৯৩৯৩৫,৮০৫৩৯৩৬, ৮০৬১৩১৪-৬

সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ৮১১৪৬৬৬-৭৫, ৮৮২২৭৭৯, ৯৮৭০০১১

হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ৮৩১১৭২১-৫

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল ৮৬১৭২০৮, ৯৬৭৩৫১২, ৯৬৭৩৫০৭, ৮৬১৭৩৮৩

ব্লাড ব্যাংক সন্ধানী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখা ৯৬৬৮৬৯০, ৮৬১৬৭৪৪

রেড ক্রিসেন্ট ব্লাড ব্যাংক ৯১১৬৫৬৩, ৮১২১৪৯৭

অ্যাম্বুলেন্স সেবা ঃ

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ৯৩৩৬৬১১

আল-মারকাজুল ইসলামী অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ৯১২৭৮৬৭, ৮১১৪৯৮০

আদ্ -দ্বীন হাসপাতাল ৯৩৬২৯২৯, ০১৭১৩৪৮৮৪১১-৫

এ ছাড়াও স্থানীয় ভিত্তিক অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পর্কে তথ্য জেনে রাখা ভাল ।

প্রাথমিক প্রতিবিধান

প্রাথমিক প্রতিবিধান কি?

প্রাথমিক প্রতিবিধান এর ইংরেজি হলো ফাস্ট এইড (FIRST AID). FIRST অর্থ প্রথম, AID এর অর্থ সাহায্য। সুতরাং FIRST AID অর্থ প্রথম সাহায্য। কোন আহত বা অসুস্থ্য ব্যক্তিকে হাতের কাছে প্রাপ্ত উপকরণ দিয়ে অনতিবিলম্বে যে সাহায্য করা হয়, তাই প্রাথমিক প্রতিবিধান। প্রাথমিক প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য তিনটি ঃ

- জীবন রক্ষা করা (Preserve Life)

-অবস্থার যাতে আরো অবনতি না হয় তার ব্যবস্থা করা (Prevent for then Harm)।

- অবস্থার উন্নতি করা (Promote Recovery)

প্রাথমিক প্রতিবিধানের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যেতে পারেঃ কোন অসুস্থ অথবা দূর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার পূর্বে বা ডাক্তার আসার পূর্বে রোগীর অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য বা আর যাতে অবনতি না হয় সেজন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে প্রাথমিক প্রতিবিধান বলে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কে?

যে ব্যক্তি প্রাথমিক প্রতিবিধান কাজে অংশ নেন, তিনিই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী। একজন স্কাউটও প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হতে পারে। জরুরী অবস্থায় প্রত্যক্ষ সাহায্য করা ছাড়াও আহত ব্যক্তির চারদিকে জড়ো হওয়া মানুষকে সরিয়ে দিয়ে রোগীর গায়ে বাতাস লাগতে সাহায্য করা। ডাক্তার ডেকে আনা, ডাক্তারের কাছে রোগীকে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কর্ম দক্ষতাও প্রাথমিক প্রতিবিধান কাজের অংশ।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর কাজ ঃ

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর কাজ প্রধানত তিনটি। যেমন-
D-Diagnosis বা রোগ নির্ণয় করা।
T-Treatment বা চিকিৎসা করা।
R-Remove বা স্থানান্তর করা।

১. Diagnosis বা রোগ নির্ণয় করা ঃ কি কারণে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে, তা খুঁজে বের করা প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর প্রথম কাজ। রোগের লক্ষণ, চিহ্ন বা ইতিহাস থেকে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।

২. Treatment বা চিকিৎসা ঃ মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কোন অবস্থাতেই একজন ডাক্তার নয়। কাজেই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর চিকিৎসা পদ্ধতি ডাক্তারের মতো হবে না। কি এবং কতটুকু চিকিৎসার প্রয়োজন তা নির্ণয় করে ডাক্তার আসা পর্যন্ত অবস্থার অবনতি না ঘটানোর জন্য বা অবস্থার উন্নতি করার জন্য কাজ করাই হবে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর কর্তব্য।

৩. Remove বা স্থানান্তর করা ঃ রোগীকে নিরাপদ জায়গার স্থানান্তর করতে হবে। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ

* ড্রেসিং
* লিন্ট
* প্যাড
* স্প্লিন্ট
* ব্যান্ডেজ ইত্যাদি ।

১. ড্রেসিং ঃ ক্ষতস্থানকে জীবানুমুক্ত রাখার জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাকে ড্রেসিং বলে ।

যে কারণে ড্রেসিং এর ব্যবহার ঃ

- ☐ রক্তক্ষরণ বন্ধ করা ।
- ☐ জীবাণুমুক্ত করা ।
- ☐ ক্ষতস্থানে যাতে আবার আঘাত না লাগে তার ব্যবস্থা করা
- ☐ বাইরে থেকে দূষিত বস্তু ক্ষত স্থানকে যাতে আক্রান্ত করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা ।

২. লিন্ট ঃ জীবাণুমুক্ত বা ঔষধযুক্ত একখন্ড কাপড়ই হলো লিন্ট । ক্ষতস্থান ভাল করে পরিস্কার করে নিয়ে ক্ষতস্থানে এমনভাবে লিন্ট স্থাপন করতে হবে, যাতে ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ রূপে ঢেকে থাকে ।

৩. প্যাড ঃ ক্ষতস্থানকে আরাম দেয়ার জন্য কাপড়ের তৈরি মোটা যে বস্তু ব্যবহার করা হয় তাকে প্যাড বলে। প্যাড তুলা বা জীবাণুমুক্ত নরম কাপড়ের হতে পারে। লিন্টের উপরে প্যাড লাগাতে হয়। প্যাড ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সম্পূর্ণ ক্ষতস্থান জুড়ে তা অবস্থান করে।

৪. স্প্লিন্ট ঃ ভাঙ্গা অস্থিকে সোজা রাখার জন্য যে চটি ব্যবহার করা হয় তাকে স্প্লিন্ট বলে। ভগ্ন অস্থির আকৃতির উপর ভিত্তি করে স্প্লিন্ট বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। পাতলা কাঠ, হার্ডবোর্ড বা বাঁশের চটা দিয়ে স্প্লিন্ট তৈরি করা যায়। স্প্লিন্ট ব্যবহার করার পূর্বে প্যাড ব্যবহার করতে হবে।

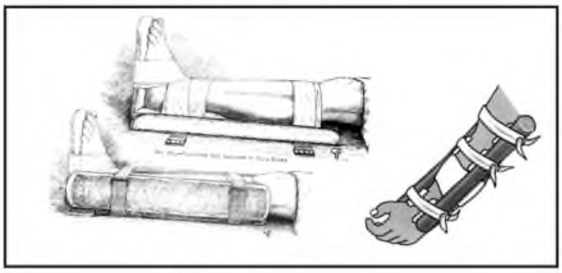

৫. ব্যান্ডেজ ঃ লিন্ট, প্যাড বা স্প্লিন্ট যথাস্থানে রাখার জন্য এবং ভগ্নাস্থি স্থির করে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। ব্যান্ডেজ ব্যবহারে সময় খেয়াল রাখতে হবে, ক্ষতস্থানের ঠিক উপরে যাতে ব্যান্ডেজের গেরো না পড়ে। ব্যান্ডেজ দু'ধরনের হয়ে থাকে ঃ

১. রোলার ব্যান্ডেজ

২. ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ

স্বদেশ সংস্কৃতি ও পরিবেশ

ব্যবহারিক জ্ঞান ঃ

বাংলা ও ইংরেজী মাস অনুসারে বাংলাদেশের আবহাওয়া ঃ

কাল/আবহাওয়া	বাংলা মাস	ইংরেজী মাস
গ্রীষ্ম	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	এপ্রিল-জুন
বর্ষা	আষাঢ়-শ্রাবন	জুন-আগস্ট
শরৎ	ভাদ্র-আশ্বিন	আগস্ট-অক্টোবর
হেমন্ত	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	অক্টোবর-ডিসেম্বর
শীত	পৌষ-মাঘ	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি
বসন্ত	ফাল্গুন-চৈত্র	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

ভাষা আন্দোলন ঃ ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তন নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালে ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভার আয়োজন করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি নতুন রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন জনাব শামসুল আলম।

১৯৪৮ সালে মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকায় দুটি সভায় বক্তৃতা দেন এবং একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, এর আহ্বায়ক ছিলেন আবদুল মতিন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পায়। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রাভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে

হরতাল জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ- শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। এবং ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সংকল্পে অটুট থাকে। ঢাকায় ছাত্ররা পাঁচ -সাতজন করে ছোট ছোট দলে ' রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তার বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে, বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে রফিকউদ্দীন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত শহীদ হয়। আহতদের মধ্যে পরে আবদুল সালাম শহীদ হন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি জনতা নিহতদের গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়ে ও শোকমিছিল বের করলে মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি পুনরায় লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট চালায়। এতে শফিউর রহমানসহ কয়েকজন শহীদ হন। ২৩ ফেব্রুয়ারি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল পাশ করে। ১৯৫২ সালের পর থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাঙালিদের সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও প্রেক্ষাপট (১৯৪৭-১৯৭১) ঃ মূলত ভাষা আন্দোলন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ বপিত হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশকৃত 'ভারত স্বাধীনতা আইন' ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়নে বিভক্ত করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে 'পূর্ব বাংলা' নামক প্রদেশের জন্ম হয়। ১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক- শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম ২১ দফার ভিত্তিতে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক সরকার গঠনের সুযোগ পায়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্য মুসলিম লীগ সরকার সুনজরে দেখেনি। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শিল্পকল- কারাখানায় বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। এতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দেশের আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় ব্যর্থ বলে দোষারোপ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসনে জারি করে যা ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। ১৯৫৪ সালের মার্চ থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সাতটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ও তিনবার গর্ভনরের শাসন চালু হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হয়। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ সংবিধান ঘোষণা করা হয় এবং তা ৮ জুন থেকে কার্যকর হয়। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে প্রতিবাদে ছাত্ররা ১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ডাকে ও রাস্তার বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

ধর্মঘট একনাগাড়ে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। এভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ৮ জুন সামরিক আইন তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিদগণ দলীয় রাজনীতি করার অধিকার ফিরে পান। ১৯৬৩ এর ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করার পরবর্তী মাসেই (২৫ জানুয়ারি ১৯৬৪) আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের পাক- ভারত যুদ্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দল সমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৪০ জন সদস্যের মধ্যে ৭৩৫ জনই তাৎক্ষণিকভাবে তা নাকচ করে দেন। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। শেখ মুজিবসহ দলের অন্য নেতৃবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে ছয় দফার প্রচার শুরু করেন। ছয় দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি হয়। ৮ মে শেখ মুজিব দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন গোটা প্রদেশে হরতাল পালন করে। ৭ জুন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০জন নিহত হয়। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। আগরতলা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ শেখ মুজিবুর রহমানসহ মোট ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ২৯ জানুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালন করা হয়। শুরু হয় নতুন করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি (Students Action Committee) গঠন করে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১১ দফার আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র নেতা মোঃ আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং তা গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা প্রক্টরিয়াল দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় পাক সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হলে গণআন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিবুর বহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 'জয় বাংলা' শ্লোগানের উদ্ভবও ঘটে ঐ সভায়। ১০-১৩ মার্চ (১৯৬৯) রাওয়ালপিন্ডিতে

বিরোধী নেতাদের বৈঠকে শেখ মুজিব ছয় দফা ও ১১ দফা দাবির পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করেন। আইয়ুব খান ২৪ মার্চ (১৯৬৯) তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal framework order) ঘোষণা করা হয়। আইন কাঠামো আদেশে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩ (১৩টি মহিলা আসনসহ) এবং তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭টি মহিলা আসনসহ ১৬৯টি আসন নির্ধারিণ করা হয়। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) পশ্চিম পাকিস্তনের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টির মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ টির মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। ইয়াহিয়া খান ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় বসবে। কিন্তু ভুট্টো তাঁর মতামত গ্রহণের পূর্ণ অঙ্গীকার না দিলে উক্ত অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২ মার্চ ঢাকায় এবং তার পরদিন সারা প্রদেশে হরতাল পালিত হয়। ৩ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ঢাকায় পল্টন ময়দানের জনসভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করে। ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের মাধ্যমে তিনি ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্ব শর্ত আরোপ করেন- (ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে, (খ) অবিলম্বে সৈন্য বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (গ) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং (ঘ) (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন এবং ২৪ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের সংগে বৈঠক করেন। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় এসে আলোচনায় যোগ দেন। ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপণ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব

পাকিস্তানে সেনাসদস্য ও সামরিক সনঞ্জামাদি আনয়ন করছিলেন। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় আকস্মিকভাবে গণহত্যা শুরু করে।

স্বাধীন বাংলাদেশ ঃ পাকবাহিনীর এ নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। যা নয় মাস ধরে চলে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় অস্থায়ী সরকার (মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত) শপথ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য পরিসংখ্যানঃ

মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন এম. এ. জি ওসমানী। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় মোট ১১টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল। অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৭১, অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য খেতাবপ্রাপ্ত মোট মুক্তিযোদ্ধা- ৬৭৬ জন (বীরশ্রেষ্ঠ- ৭ জন, বীর উত্তম- ৬৮ জন, বীর বিক্রম- ১৭৫ জন, বীরপ্রতীক- ৪২৬ জন)।

* একমাত্র বিদেশী বীরপ্রতীক হলেন- ডব্লিউ এস ওভারল্যান্ড, * মহিলা বীর প্রতীক ২ জন হলেন- তারামন বিবি ও ডা. সেতারা বেগম।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। যৌথ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন- জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা। তৎকালিন পাকিস্তানের সেনাপতি ছিলেন- জেনারেল এ কে খান নিয়াজী।

পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন- এয়ার কমান্ডার এ কে খন্দকার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস বা জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ এবং বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর।

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর কমান্ডার

সেক্টর	দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার	এলাকা	সদর দপ্তর
১ নম্বর সেক্টর	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা	হরিণা
২ নম্বর সেক্টর	মেজর কে এম খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এটিএম হায়দার (সেপ্টে-ডিসে)	নোয়াখালী, কুমিল্লা, আখাউড়া- ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ	মেলাঘর
৩ নম্বর সেক্টর	মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)	আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ	কলাগাছিয়া
৪ নম্বর সেক্টর	মেজর সি, আর, দত্ত ক্যাপ্টেন রব	সিলেটের পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক	জালালপুর
৫ নম্বর সেক্টর	মেজর মীর শওকত আলী	সিলেটের পশ্চিম এলাকা, সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল	বাঁশতলা
৬ নম্বর সেক্টর	উইং কমান্ডার এম কে বাশার	ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ	বুড়িমারী
৭ নম্বর সেক্টর	মেজর নাজমুল হক সুবাদার মেজর এ রব এবং মেজর কাজী নুরুজ্জামান	সমগ্র রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলা	বালুরঘাট
৮ নম্বর সেক্টর	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত) মেজর এম এ মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)	সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অংশবিশেষ এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা	বেনাপোল
৯ নম্বর সেক্টর	মেজর এম আব্দুল জলিল (ডিসেম্বর পর্যন্ত) মেজর এম. এ. মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও মেজর জয়নাল আবেদীন	সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা	হাসনাবাদ
১০ নম্বর সেক্টর	পাকিস্তান নৌবাহিনীর আটজন বাঙালি কর্মকর্তা	অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম ও চালনা	নৌবাহিনীর কমান্ডারে অধীন
১১ নম্বর সেক্টর	মেজর এম আবু তাহের (৩ নভেম্বর পর্যন্ত) স্কোয়াড্রেন লিডার এম হামিদুল্লাহ (৩ নভে. থেকে ডিসে. পর্যন্ত)	ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা	মহেন্দ্রগঞ্জ

প্রযুক্তি শেখা

(১) ল্যান্ড ফোন/মোবাইল ফোনের ব্যবহার ঃ

ক) ল্যান্ড ফোন-এর ব্যবহার

কল প্রদান করার জন্য ঃ ফোন সেটের রিসিভার তুলে অথবা হ্যান্ডসফ্রি বাটন চেপে কাঙ্খিত বা প্রয়োজনীয় নম্বর চেপে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলে ঐ নম্বরে কল চলে যাবে। নম্বরটি ব্যস্ত থাকলে দ্রুত বীপ টোন শোনা হবে। কথা শেষে রিসিভার যথা স্থানে রেখে দিতে হবে।

কল গ্রহন করার জন্য ঃ কল আসলে টেলিফোন সেটে রিং বাজবে তখন রিসিভার তুললে কল রিসিভ হবে, কথা শেষে রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিতে হবে।

খ) মোবাইল ফোন-এর ব্যবহার

কল প্রদান করার জন্য ঃ কাঙ্খিত প্রয়োজনীয় নম্বর ক্লিক-এর মাধ্যমে স্কীনে নম্বর উঠানোর পর সবুজ বাটন-এ চাপদিলে ঐ নম্বরে কল চলে যাবে। নম্বরটি ব্যস্ত থাকলে স্কীনে Number Busy লেখা প্রদর্শন করবে। কথা শেষে লাল বাটন-এ চাপ দিলে লাইন কেটে যাবে।

কল গ্রহন করার জন্য ঃ যখন কল আসবে তখন মোবাইলে রিংটোন বাজবে, সবুজ বাটনে চাপ দিলে কল রিসিভ হবে এবং কথা বলা যাবে। কথা বলা শেষে লাল বাটন-এ চাপ দিলে লাইন কেটে যাবে।

২) টেলিফোনে সঠিক পদ্ধতিতে কথা আদান প্রদান করতে পারা।

দিনের সময় অনুযায়ী কথা বলার সূচনা করতে হবে। সকালবেলায় "শুভ সকাল" দুপুর বেলায় "শুভ অপরাহ্ন" সন্ধ্যাবেলায় "শুভ সন্ধ্যা" বলে কথা শুরু করা। ধর্মীর রীতি-নীতি অনুযায়ী কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের পরিচয় প্রথমে তুলে ধরতে হবে। কথা শেষে ধন্যবাদ বা ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী বিদায় নিতে হবে। অর্থাৎ কথা বলার শুরুতে ও শেষে সালাম, আদাব, নমস্কার প্রভৃতি দেওয়া ধর্মীয় রীতি ও শিষ্টাচারে বহি:প্রকাশ।

গান জানা

প্রত্যেক স্কাউটকে নির্দিষ্ট কতগুলি গান জানতে হবে। গানের কথা মুখস্ত করতে হবে ও সঠিক সুরে গাইতে হবে। যেমন- জাতীয় সংগীত, প্রার্থনা সংগীত, দেশের গান, স্কাউটের গান প্রভৃতি। আমরা জাতীয় সংগীত গাই; ট্রুপ মিটিংয়ে প্রার্থনা সংগীত গাই। এছাড়াও বিভিন্ন সময় স্কাউট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালীন নিজেকে আরো সজীব ও আনন্দময় কাজের পরিবেশ তৈরির জন্য একত্রে গান গাই। অনুষ্ঠানে যোগ দিলে নির্দিষ্ট কিছু গান গাইতে হয়। এই গানগুলির কথা ও সুর জানা থাকলে সবাই এক সাথে গাওয়া যায়। সদস্য ব্যাজ অর্জনের জন্য তোমাকে তিনটি গান শিখতে হবে। স্কাউট আদর্শতে (পৃষ্ঠা ৩২ ও ৩৩) তোমাকে জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত গাইতে পারতে হবে। এ ক্ষেত্রে তুমি জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত শেখার মাধ্যমে গান জানা বিষয়টি সম্পন্ন করতে পার। আলাদাভাবে শেখার প্রয়োজন নেই। তবে তুমি এই গানগুলির কথা ও সুর সঠিভাবে জানতে গানের সিডি সংগ্রহ করতে পার। এই সিডি স্কাউট শপে পাওয়া যাবে; সাথে গানের কথার একটি বইও পাওয়া যাবে।

ট্রুপ মিটিং

ট্রুপ মিটিং কি ?

স্কাউটিং কার্যক্রমের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে ট্রুপ মিটিং। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে ট্রুপের সকল স্কাউট একত্রিত হয়ে স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এই কার্যক্রমকে ট্রুপ মিটিং বলে। ট্রুপ মিটিং এর কার্যকাল ৬০ মিনিট থেকে ৯০ মিনিট। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্কাউটরা আনন্দদায়ক গান ও খেলার সাথে সাথে স্কাউটিং এর ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পায়।

ট্রুপ মিটিং এর প্রকারভেদ ঃ

ট্রুপ মিটিং দু'ধরনের- (১) নিয়মিত ট্রুপ মিটিং (২) বিশেষ ট্রুপ মিটিং।

সাধারনত ট্রুপ মিটিংয়ে ট্রুপের সকল স্কাউট নির্ধারিত দিন, সময় ও স্থানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আনন্দদায়ক পরিবেশে ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এ ট্রুপ মিটিংয়ে মূলতঃ স্কাউট প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন হয়। ট্রুপের কোন বিশেষ কর্মসূচি/ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ট্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ট্রুপের সকল স্কাউট একসাথে অংশগ্রহণ করে নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বিশেষ ট্রুপ মিটিং এর কাজ সম্পাদনের জন্য উপদল নেতা ছাড়াও ইউনিট লিডার/ সহকারী ইউনিট লিডার/ বিশেষজ্ঞ বা ইন্সট্রাক্টর সক্রিয় থাকেন। এতে গ্রুপ কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক, অতিথিবৃন্দের আগমন বা উপস্থিতি ঘটতে পারে।

বিশেষ ট্রুপ মিটিং এর বিষয়সমূহ. (১) প্রাথমিক প্রতিবিধান, উদ্ধার কাজ, পাইওনিয়ারিং, স্কাউট স্কীল বিষয়ক প্রশিক্ষন ইত্যাদি (২) স্কাউটস ওন (৩) জাতীয় দিবস উদযাপন (৪) বিপি দিবস পালন (৫) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন (৬) ট্রুপের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদি।

সাধারণ ট্রুপ মিটিং পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

স্কাউটরা উপদল ভিত্তিক অশ্বখুরাকৃতিতে পতাকা দন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার উপদলসহ পতাকাদন্ডের দিক থেকে পতাকা দন্ডের বাম পার্শ্বে দাঁড়াবে। পতাকাদন্ডের সাথে পতাকা পূর্বেই প্রস্তুত থাকবে। স্কাউট লিডার যখন আসবেন পতাকা দণ্ড থেকে ১০ কদম দূরে থাকতেই সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার এক কদম সামনে এসে দলকে কমান্ড দেবে "সোজা হও" সকলে সোজা হবে। সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার স্কাউট লিডারের দিকে ঘুরে তাঁকে সালাম দেবে। স্কাউট লিডার সালামের প্রতি উত্তর দেবেন। সালাম বিনিময় শেষে স্কাউট লিডার পতাকা দন্ডের এক কদম পিছনে এসে দাঁড়াবেন। সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার কমান্ড দেবে। "আরামে দাঁড়াও"। সকলে আরামে দাঁড়াবে। সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার কমান্ড দেবে "পতাকা

উত্তোলন"। স্কাউট লিডার পতাকার রশি খোলার সাথে সাথে, সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার কমান্ড দেবে "সোজা হও"। স্কাউট লিডার আস্তে আস্তে পতাকা ওঠাবেন, পতাকা দন্ডের শীর্ষে ওঠার সাথে সাথে সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার কমান্ড দেবে, "পতাকাকে সালাম কর"। সকলে সালাম করবে। স্কাউট লিডার পতাকার রশি বাঁধার পরে পতাকাকে সালাম জানাবেন। স্কাউট লিডারের সালাম জানানোর পর সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার কমান্ড দেবে "হাত নামাও"। সকলে হাত নামাবে। সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার কমান্ড দেবে "আরামে দাঁড়াও"। তারপর সিনিয়র প্যাট্রোল লিডার তার উপদলে নিজ জায়গায় ফিরে যাবে। পরবর্তী সকল প্রকার কমান্ড স্কাউট লিডার দেবেন। যেমন- "প্রার্থনা সংগীত", "পরিদর্শন ও চাঁদা আদায়", "রিপোর্ট-এ পেশ" ইত্যাদি।

প্রার্থনা সংগীত ঃ

যে স্কাউট প্রার্থনা সংগীত গাইবে, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্কাউট লিডারের সামনে এসে সালাম জানাবে এবং স্কাউট লিডারের তিন কদম ডান দিকে ও এক কদম পিছনে দাঁড়াবে। এমন সময় "প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত" কমান্ড হবে। সংশ্লিষ্ট স্কাউট প্রার্থনার ন্যায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা সংগীত আরম্ভ করবে। প্রার্থনা সংগীত শেষে স্কাউট লিডারকে সালাম জানিয়ে তার নিজ জায়গায় ফিরে যাবে।

পরিদর্শন ও চাঁদা আদায় ঃ

স্কাউট লিডারের ঘোষণার মাধ্যমে উপদল নেতাগণ নিজ নিজ উপদল পরিদর্শন ও চাঁদা আদায় করবে। এ সময়ে উপদলের সদস্যগণের নখ, দাঁত, চুল পোশাক ও স্বাস্থ্য এগুলো উপদল নেতা পর্যবেক্ষণ করবে।

রিপোর্ট পেশ ঃ

পর্যায়ক্রমিকভাবে উপদল নেতাগণ লাইন থেকে এক কদম সামনে এসে স্কাউট লিডারকে সালাম জানিয়ে রিপোর্ট পেশ করবে এবং রিপোর্ট শেষে স্কাউট লিডারকে সালাম জানিয়ে এক কদম পিছিয়ে তার নিজ জায়গায় ফিরে যাবে। রিপোর্ট পেশ এর পরে স্কাউট লিডার পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য "ছু-টি" ঘোষণা করবেন। উপদল নেতাগণ সদস্যগণ নিয়ে সুবিধামত উপদল কর্ণারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো (ব্যবহারিক) বাস্তবায়ন করবে। বাকী আনুষ্ঠানিকতার জন্য স্কাউট লিডার সংকেত/বাঁশির মাধ্যমে উপদল নেতাগণকে তার সামনে উপস্থিত হওয়া নির্দেশ দেবেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা মোতাবেক ট্রুপ মিটিং এর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। সবশেষে স্কাউটরা হাত, মুখ ধুয়ে, মাথা আঁচড়িয়ে, পতাকা দন্ডের কাছে আসবে। স্কাউট লিডারের ঘোষণা ও নীরব প্রার্থনার পর স্কাউট লিডার পতাকা নামিয়ে ট্রুপ মিটিং এর সমাপ্তি টানবেন।

একটি ট্রুপ মিটিংয়ের নমুনা কর্মসূচি ঃ

কাজ	দায়িত্ব	সময়
উপস্থিতি	সকলে	১ মিঃ
পতাকা উত্তোলন	স্কাউট লিডার	২ মিঃ
প্রার্থনা সংগীত	স্কাউট	৩ মিঃ
পরিদর্শন, চাঁদা আদায় ও রিপোর্টিং	উপদল নেতাগণ	৫ মিঃ
ঘোষণা	স্কাউট লিডার	৩ মিঃ
পুরাতন পাঠের অনুশীলন ঃ	উপদল নেতাগণ	১০ মিঃ
গান/নাচ/ অভিনয়/গল্প	উপদল নেতা	৫ মিঃ
নতুন পাঠ ঃ	উপদল নেতাগণ	২০ মিঃ
পতাকার কাছে সমবেত হওয়া	সকলে	২ মিঃ
খেলা	স্কাউট লিডার	৪ মিঃ
ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা	সকলে	২ মিঃ
ঘোষণা ও নিরব প্রার্থনা	স্কাউট লিডার	২ মিঃ
পতাকা নামানো ও ছুটি	স্কাউট লিডার	১ মিঃ
	মোট সময় =	৬০ মিনিট

বিঃ দ্রঃ ট্রুপ মিটিংয়ে ৯০ মিনিটের কর্মসূচিও হতে পারে।

দীক্ষা গ্রহনের পূর্ব প্রস্তুতিঃ প্রিয় নবাগত, যদি তুমি কাব স্কাউট হিসেবে চাঁদ তারা ব্যাজ অর্জন করে স্কাউট শাখায় প্রবেশ কর তবে তুমি স্কাউট প্রোগ্রাম বইয়ে সদস্য ব্যাজের প্রোগ্রামে স্টার (*) চিহ্নিত বিষয়গুলো ৪টি ট্রুপ মিটিংয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করে দীক্ষা গ্রহন করতে পারবে।

আর যদি তুমি স্কাউটিংয়ে নতুন হও তাহলে তোমাকে নবাগত হিসেবে তিন মাস সময়ের মধ্যে অন্তত: ৮টি ট্রুপ মিটিংয়ে অংশগ্রহন করে স্কাউট প্রোগ্রাম এর বিষয়গুলি সম্পন্ন করতে হবে।

ট্রুপ মিটিংয়ে অংশগ্রহন করে একমাস বা তিনমাস ধরে প্রশিক্ষন গ্রহণ করতে হবে। এসময় তোমার আচরন সংযত ও সুন্দর হতে হবে। সঠিকভাবে প্রশিক্ষন কর্মসূচি সম্পাদন

করতে হবে। নিয়মিত ট্রুপ মিটিং এ অংশগ্রহন করতে হবে। এর ফলে তুমি স্কাউট লিডারের আস্থাভাজন হবে। যদি তুমি স্কাউট লিডারের আস্থা অর্জন সক্ষম না হও তাহলে তুমি সদস্য ব্যাজ অর্জন করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তোমার দীক্ষাও হবে না। কিন্তু তোমার আচরণ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্য ব্যাজের প্রোগ্রামের মূল্যায়নে স্কাউট লিডারের আস্থা অর্জন করতে পার তবেই তুমি উত্তীর্ণ হবে।
এবার তুমি বাংলাদেশ স্কাউটস তথা বিশ্ব স্কাউটিং-এর সদস্য হবার জন্য উপযুক্ত হবে। তুমি স্কাউট পোশাক, সদস্য ব্যাজ, স্কার্ফ ও ব্রাদার হুড ব্যাজ পরতে পারবে । তবে এর আগে তোমাকে অবশ্যই স্কাউট লিডারের কাছে দীক্ষা গ্রহন করতে হবে।

দীক্ষা গ্রহণ

দীক্ষা অনুষ্ঠান ঃ দীক্ষা গ্রণের মাধ্যমে একজন নবাগত স্কাউট জীবনে প্রবেশ করে আর এ কারণেই দীক্ষা অনুষ্ঠান স্কাউটদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। দীক্ষার পূর্বে কেউ সদস্য ব্যাজ ও স্কার্ফ পরতে পারে না। ইউনিট লিডার দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।

প্রস্তুতি ঃ দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনারর জন্য বেশ কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। তারিখ এবং সময় গ্রুপ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। দীক্ষা প্রার্থীর করণীয় বিষয় সমূহ ভাল ভাবে মহড়া দিয়ে নিতে হবে। প্রার্থীর সদস্য ব্যাজ, স্কার্ফ, ওয়াগল, কাধের ব্যাজ, মাই প্রোগ্রেস, টুপি ইত্যাদি সহ স্কাউট পতাকা সংগ্রহ করে হাতের কাছে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা ঃ অবস্থান-পতাকাকে সামনে রেখে স্কাউটরা অশ্বরাকৃতিতে আরামে দাঁড়াবে। দীক্ষা প্রাথী নিজ উপদলের সদস্যদের সংঙ্গে তার জায়গায় দাড়াবে। স্কাউট লিডার পতাকা দন্ডকে ডানে রেখে এবং গ্রুপ স্কাউট লিডার পতাকা বামে রেখে এক কদম পিছনে দাঁড়াবেন। সিনিয়র উপদল নেতা লাঠিতে বাঁধা স্কাউট পতাকা নিয়ে স্কাউট লিডারের বামে একই লাইনে দাঁড়াবে। সহকারী স্কাউট লিডারগন স্কাউট লিডারের এক কদম পিছনে একই লাইনে দাঁড়াবেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগর্ব স্কাউটারদের পিছনে নির্ধারিত জায়গায় বসবেন।

শুরু ঃ গ্রুপ স্কাউট লিডার "দল সোজা হও" বলবেন। এর পর দীক্ষা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্কাউট লিডারকে অনুষ্ঠান পরিচালনার অনুরোধ জানাবেন। স্কাউট লিডার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দীক্ষা প্রাথীকে তার সামনে উপস্থিত করার জন্য তার উপদল নেতাকে আদেশ দিবেন। উপদল নেতা এক কদম সামনে এসে বামে ঘুরে সামনে যেয়ে এক কদম সামনে আসতে বলবে এবং নিজে ডানে ঘুরে প্রার্থীকে বলবে আমার সাথে চল। সে স্কাউট লিডারের সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম করে বলবে "স্যার আমার উপদলের দীক্ষা প্রার্থী 'ক' সদস্য ব্যাজের সকল প্রোগ্রাম সমাপ্ত করেছে। তাকে দীক্ষা দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।" স্কাউট লিডার ধন্যবাদ জানালে সে এক কদম পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। এবার স্কাউট লিডার দীক্ষাপ্রার্থীকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করবেন এবং দীক্ষাপ্রার্থী তার জবাব দেবে। স্কাউট লিডার ঃ তুমি কি তোমার আত্মমর্যাদা বুঝ?

প্রার্থী ঃ হ্যাঁ, জনাব

স্কাউট লিডার ঃ এর অর্থ কি?

প্রার্থী ঃ এর অর্থ আমি সৎ ও সত্যবাদী হব।

স্কাউট লিডার ঃ তুমি কি স্কাউট আইন জান?

প্রার্থী ঃ হ্যাঁ, জনাব।

দীক্ষা গ্রহণ

স্কাউট লিডার ঃ আমি কি বিশ্বাস করতে পারি যে, তুমি তোমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে, আল্লাহ্‌ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে, সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে, স্কাউট আইন মেনে চলতে তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে?

প্রার্থী ঃ হ্যাঁ, জনাব।

স্কাউট লিডার ঃ তাহলে স্কাউট চিহ্ন দেখাও।

সিনিয়র উপদল নেতা তখন পতাকার শীর্ষ দীক্ষা প্রার্থী ও স্কাউট লিডারের মাঝখানে ধরবে। স্কাউট লিডার এবং দীক্ষা প্রার্থী উভয়ে বাম হাত দিয়ে পতাকা দন্ডের মাথা ধরবেন এবং স্কাউট লিডার তখন ধীরে ধীরে প্রতিজ্ঞা পাঠ করতে থাকবে এবং সাথে সাথে প্রার্থীও পাঠ করবে।

প্রতিজ্ঞা পাঠ শেষে চিহ্ন নামানোর সঙ্গে সঙ্গে পতাকা দন্ড ছেড়ে দিবে। সিনিয়র উপদল নেতা পতাকা দন্ড সরিয়ে নিবে। প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় স্কাউটরা এবং দীক্ষা প্রাপ্ত স্কাউটরা এবং দীক্ষা প্রাপ্ত স্কাউটরাও স্কাউট চিহ্ন দেখাবে। এবার স্কাউট লিডার সদস্য ব্যাজ পরিয়ে সালাম দেবেন এবং করমর্দন করে তাকে বিশ্ব স্কাউট ভ্রাতৃত্বের একজন সদস্য হিসেবে স্বাগত জানিয়ে শুভ কামনা করে নিজ অবস্থান হতে বামে এক কদম পাশে সরে দাঁড়াবেন। গ্রুপ স্কাউট লিডার এবার নবদীক্ষিত স্কাউটের সামনে এসে স্কার্ফ ওয়াগল পরিয়ে দিয়ে সালাম ও করমর্দন করে শুভ কামনা করে তার জায়গায় চলে আসবেন। এরপর সহকারী স্কাউটার টুপি পরিয়ে সালাম ও করমর্দন করে শুভ কামনা করে নিজেদের জায়গায় ফিরে যাওয়ার পর উপদল নেতা নবদীক্ষিত স্কাউটের সামনে এসে সালাম ও করমর্দন করে অভিনন্দন জানিয়ে তার বাম দিকে স্কাউট লিডারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে। স্কাউট লিডার উপদল নেতা এবং নবদীক্ষিতকে উল্টা দিকে ঘুরতে আদেশ দিবেন। দলকে সালাম করার জন্য নব দীক্ষিত স্কাউটকে আদেশ দিবেন। দলের সকলেই তার সালামের উত্তর দেবে। এরপর স্কাউট লিডার উপদল নেতাকে নব দীক্ষিতকে তার উপদলে নিয়ে যেতে বলবেন। উপদলে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র উপদল নেতা ইয়েলের মাধ্যমে নবদীক্ষিতকে স্বাগত জানাবে। এরপরই গ্রুপ স্কাউট লিডার সকলকে আরামে দাঁড় করিয়ে অভ্যাগত অতিথিদের বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানাবেন। বক্তব্য শেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। দীক্ষা অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রানুষ্ঠান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় সদর দফতর

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৩৭৭১৪ এক্স-৩০, ফ্যাক্স : ০২ ৯৩৪২২২৬
e-mail : scouts@bangla.net
Web: bangladeshscouts.org.bd